Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Ashar 06, 1433 Bangla, June 20, 2026, Saturday, No. 165, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has said that investment in children's education and healthcare is the most crucial investment in nation-building. [Jago FM: 14]

Prime Minister has said the government is implementing various initiatives to make the education system modern, time-befitting and practical. [R. Today: 19]

Education Minister has said 'Public Examinations Act' has been passed by cabinet, adding provisions for punishment for cheating through digital means to prevent misuse of technology in examinations. [R. Today: 17]

Water Resources Minister has said, government is working to implement Teesta Master Plan in a coordinated manner under government's guidance. [R. Today: 20]

Police are returning to their previous uniforms, a combination of 'dark blue' and 'light olive' colors, gazette issued. [Jago FM: 11]

Government will launch 5 specialized 200-bed children's hospitals in Khulna, Barishal, Rangpur, Rajshahi and Cumilla within 6 months. [R. Today: 18]

Four more people have died from measles-like symptoms in country. [Jago FM: 11]

The amount of money deposited by Bangladeshis in Swiss banks increased by nearly 41 per cent over the past year. [BBC: 03]

USA has dropped its naval blockade of Iran after two countries signed a deal to end war in Middle East. [BBC: 04]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
আষাঢ় ০৬, বাংলা ১৪৩৩, জুন ২০, ২০২৬, শনিবার, নং- ১৬৫, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

জাতি গঠনের জন্য শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। [জাগো এফএম: ১৪]

শিক্ষা খাত আধুনিকায়ন এবং সময়োপযোগী করে তুলতে সরকার কাজ করছে -- বললেন প্রধানমন্ত্রী।
[রে. টুডে: ১৯]
প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ ও পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ডিজিটাল মাধ্যমে নকলের সাজার বিধান যুক্ত করে `পাবলিক পরীক্ষা আইন, মন্ত্রিসভায় পাস হয়েছে --- জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। [রে. টুডে: ১৭]

সরকারের নির্দেশনায় সমন্বিতভাবে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে-- পানিসম্পদমন্ত্রী।
[রে. টুডে: ২০]
`গাঢ় নীল, এবং `হালকা জলপাই, রঙের সংমিশ্রণে আগের পোশাকে ফিরছে পুলিশ, গেজেট প্রকাশ ।
[জাগো এফএম: ১১]
আগামী ছয় মাসের মধ্যে দুইশো শয্যাবিশিষ্ট পাঁচটি বিশেষায়িত শিশু হাসপাতাল চালু করতে যাচ্ছে সরকার।
[রে. টুডে: ১৮]
দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও চারজনের মৃত্যু। [জাগো এফএম: ১২]

সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোয় এক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশিদের জমা অর্থের পরিমাণ প্রায় ৪১ শতাংশ বেড়েছে। [বিবিসি: ০৩]

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির অবসানে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষরের পর ইরানের ওপর থেকে নৌ-অবরোধ তুলে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। [বিবিসি: ০৪]

বিবিসি

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন কেন?

সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোয় এক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশিদের জমা অর্থের পরিমাণ প্রায় ৪১ শতাংশ বেড়েছে। সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে এই তথ্য সামনে আসার পর এ নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। বৈধ কিংবা অবৈধ অর্থ গচ্ছিত রাখতে বিশ্বের ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোকে (যা একসাথে সুইস ব্যাংক হিসেবে পরিচিত) পছন্দ করেন। কারণ গ্রাহকদের গোপনীয়তা রক্ষায় এই ব্যাংকগুলোর সুনাম রয়েছে। যে নীতির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন দেশের ধনী ব্যক্তিরা তাদের অর্থ সুইস ব্যাংকগুলোতে জমা রাখেন। সুইস ব্যাংকে অর্থ রাখেন বাংলাদেশের অনেক নাগরিক কিংবা প্রতিষ্ঠানও। কিন্তু সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশিদের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি নিয়ে কেন প্রশ্ন তৈরি হয়েছে? মূলত, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে ঋণ খেলাপি, টাকা পাচার, মানি লন্ডারিংসহ আর্থিক অনিয়ম নিয়ে যখন নানা আলোচনা চলছে, তখন সুইস ব্যাংকে এক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশিদের আমানত বৃদ্ধির এই তথ্য-ই আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সম্প্রতি, প্রকাশিত সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক বা এসএনবি-এর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের আমানতের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩ কোটি ৪১ লাখ সুইস ফ্রাঁ। বাংলাদেশি মুদ্রার হিসেবে যার পরিমাণ প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা। অথচ মাত্র এক বছর আগেও অর্থাৎ ২০২৪ সালে এই পরিমাণ ছিল ৫৮ কোটি ৯৫ লাখ সুইস ফ্রাঁ।

এক বছরের ব্যবধানে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের আমানতের পরিমাণের এই বৃদ্ধিকে অস্বাভাবিক হিসেবেই দেখছেন দেশের আর্থিক খাত সংশ্লিষ্টদের অনেকে। সরকারকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়ার কথাও বলছেন অর্থনীতিবিদদের অনেকে। তারা বলছেন, কেবল সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোই নয়- যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থ কতটা বেড়েছে, সেই তথ্যও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। এদিকে, দেশে সরকার পরিবর্তন হলেও অবৈধভাবে টাকা বিদেশে পাঠানোর প্রক্রিয়াগুলো কখনই বন্ধ হয়নি বলেই মনে করেন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলছেন, "আমরা সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের আমানত বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছি, কিন্তু যে হিসাবটা আসছে, সেটা বাংলাদেশ থেকে যে অর্থ বিদেশে যায়, তার একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।„

এক বছরে এই বৃদ্ধি কি স্বাভাবিক?

নিরাপত্তার কারণে কেবল সুইজারল্যান্ড নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নামি ব্যাংকগুলোতে অন্য দেশের গ্রাহকদের অর্থ রাখার বিষয়টি নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের অনেক নাগরিক সুইস ব্যাংকে অর্থ রাখছেন। এমনকি ব্যক্তি আমানতকারীদের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যাংক কিংবা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের অর্থও সুইস ব্যাংকে রাখার তথ্য রয়েছে। সুইজারল্যান্ডের আইন অনুযায়ী, ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদের তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য নয়। টাকার উৎসও তারা জানতে চায় না। ফলে, বৈধ অর্থের পাশাপাশি- কর ফাঁকি দেওয়া, কিংবা দুর্নীতি বা অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ রাখার জন্যও অনেকে সুইস ব্যাংক বেছে নেয়। বিশ্বের অনেক দুর্নীতিবাজ রাজনীতিক, ব্যবসায়ী বা নামকরা তারকা সুইস ব্যাংকে তাদের অর্থ পাচার করেছেন, এমন খবর বহু বার গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশের চাপের মুখে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের গ্রাহকদের তথ্য প্রকাশ করতে হয়। এছাড়া কোন দেশের গ্রাহকদের কী পরিমাণ অর্থ সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোতে জমা আছে, তার একটি ধারণা প্রতিবছর এসএনবির বার্ষিক প্রতিবেদন থেকেও পাওয়া যায়। দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদের বাধ্যবাধকতা মেনে এসএনবি ওই তথ্য প্রকাশ করে। তবে সেখানে গ্রাহকের বিষয়ে কোনো ধারণা থাকে না। সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৬ সালে দেশটির ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া অর্থের পরিমাণ প্রথমবারের মতো ১০ কোটি সুইস ফ্রাঁ ছাড়িয়ে যায়। এরপর থেকেই সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ বেড়েছে। ২০১৭ সালে কিছুটা কমলেও ২০২১ সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৮৭ কোটি ১১ লাখ সুইস ফ্রাঁ। কিন্তু ২০২২ এবং ২০২৩ সালে এই পরিমাণ কমে একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বাংলাদেশিদের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৭৭ লাখ ফ্রাঁ। কিন্তু আওয়ামীলীগ সরকার পতনের বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অ্যাকাউন্টে জমা অর্থ কয়েকগুণ বেড়ে যায়, যা আগের বছরের এক কোটি থেকে এক লাফে ৫৮ কোটিতে পৌঁছায়। ২০২৫ সালের যে প্রতিবেদন সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক প্রকাশ করেছে, সেখানে এই অর্থের পরিমাণ আরও বেড়ে ৮৩ কোটি ৪১ লাখ সুইস ফ্রাঁ হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, এক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশিদের অ্যাকাউন্টে আমানত বৃদ্ধির এই উল্লম্ফন স্বাভাবিক কিনা, এমন প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকিং খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, যে-কোনো ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধির একটি সহজাত প্রবণতা রয়েছে, যার সঙ্গে এই তথ্য বেশ অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

আলোচনায় অর্থ পাচারের বিষয়টি

ঋণ খেলাপি এবং অর্থ পাচার বাংলাদেশের আর্থিক খাতে এই মুহূর্তে সব থেকে বেশি আলোচিত বিষয়। অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদেও পাচার হওয়া টাকা ফেরানোর বিষয়ে নানা আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েও পাচার হওয়া অর্থ দেশের ফেরানোর কথা জানিয়েছিল। ওই সময় দেশের অর্থনীতি নিয়ে তৈরি শ্বেতপত্র প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ২৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার বিদেশে পাচার হয়েছে। সে সময় অর্থ পাচার রোধে নানা ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল। যদিও সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক প্রকাশিত ২০২৫ সালের যে প্রতিবেদনে বাংলাদেশিদের আমানত ৪১ শতাংশ বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে, সেই সময় অন্তর্বর্তী সরকারই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি সরকারও পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরানো কথা বলছে। সম্প্রতি জাতীয় সংসদে দেওয়া বক্তব্যে দেশ থেকে পাচার হওয়া ২৯ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা ফেরাতে সবার সহায়তা চেয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে নতুন সরকার কাজ শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীও। দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরানো নিয়ে এসব আলোচনার মধ্যেই সামনে এলো সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রতিবেদনটি। দেশে দুর্নীতি নিয়ে কাজ করা অনেক প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ রয়েছে যে, সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের যে টাকা জমা আছে, তার 'বড়ো অংশই অবৈধভাবে অর্জিত বা বিদেশে পাচার' করা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবি-এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, দেশে সরকার পরিবর্তন হলেও অবৈধভাবে টাকা বিদেশে পাঠানোর প্রক্রিয়াগুলো কখনই বন্ধ হয়নি। "চালান জালিয়াতি কিংবা হুন্ডির মতো অবৈধ মাধ্যমে সিংহভাগ অর্থ বিদেশে যায়, এই ধরনের বিষয়গুলো কিন্তু চলমান আছে। তাও এমন একটি সময়ে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে,„ বলেন তিনি।

মি. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, অনেকে বিনিয়োগ করতে না পেরে নিজের অর্থ নিরাপদ করেছেন, আবার কেউ কেউ দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়েছেন। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছেন, "যে সময়টার কথা বলা হয়েছে, (২০২৫ সাল) সেটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক দুই মানদণ্ডেই বেশ অস্থিতিশিল, অনিশ্চয়তার মধ্যে। অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে মানুষ বা প্রতিষ্ঠান নিরাপদ অর্থ লগ্নির জায়গা খোঁজে, যার প্রতিফলন এখানে ঘটে থাকতে পারে।„ যদিও তিনি মনে করেন যে, বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার করা কিংবা অবৈধ পথে বিদেশে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে কেবল সুইজারল্যান্ডই নয়, আরও অনেক দেশ রয়েছে। "সুইজারল্যান্ড ঐতিহ্যগতভাবেই আকর্ষণীয়, কিন্তু এখন কেবল সুইজারল্যান্ড নয়, এর পাশাপাশি পৃথিবীর আরও অনেক দেশে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডায় যায়, সাম্প্রতিককালে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অনেক দেশেও বাংলাদেশ থেকে টাকা যায়,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। এক্ষেত্রে কেবল সুইস ব্যাংক নয়, পৃথিবীর অন্য বড়ো ব্যাংকগুলো থেকেও তথ্য যাচাইয়ের কথা বলছেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট এর অধ্যাপক ড. শাহ মো. আহসান হাবিব। তিনি বলছেন, বিদেশের বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর যে অর্থ রয়েছে, সেগুলো বের করা গেলেও ব্যক্তি পর্যায়ে লেনদেনের তথ্য যাচাইয়ের বিষয়ে এখনও পিছিয়ে বাংলাদেশ। "ফরেন কারেন্সি ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য যে নেটওয়ার্কগুলো তৈরি করতে হয়, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যে অ্যাগ্রিমেন্টগুলো সাইন করতে হয়, এসব বিষয়ে আমরা সব সময়ই উদাসিন ছিলাম,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ইফতেখারুজ্জামান।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৯.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

'হতাশা থেকেই ট্রাম্পের চুক্তি'- মন্তব্য মোজতবা খামেনির, নৌ-অবরোধ তুলে নিল যুক্তরাষ্ট্র

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির অবসানে একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষরের পর ইরানের ওপর থেকে নৌ-অবরোধ তুলে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড সামাজিক মাধ্যম এক্সে বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছে যে, "প্রেসিডেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী„ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়েছে এবং কিছু মার্কিন যুদ্ধজাহাজ "সাধারণ এলাকায়„ অবস্থান করবে। এদিকে, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি বলেছেন যে, তিনি ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের দেওয়া "ইরান জাতির অধিকার রক্ষার„ আশ্বাসের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই চুক্তিতে সম্মতি দিয়েছেন। যদিও এ বিষয়ে নিজের "ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি„ রয়েছে বলে উল্লেখ করলেও তা নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি মোজতবা খামেনি। খামেনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প "হতাশার কারণেই সব ধরনের কৌশল ব্যবহার করে„ এই চুক্তিটি করিয়েছেন। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আরও বলেন, তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে ভবিষ্যতে "সরাসরি আলোচনা„ হলেও, এর অর্থ এই নয় যে, তারা "শত্রুর অবস্থান মেনে নিয়েছেন„। এই প্রথম চুক্তির বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানালেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে- যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি হামলায় তার বাবা ও পূর্বসূরি আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার পর, মার্চ মাসে দায়িত্ব নিলেও তাকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি। খামেনির বক্তব্যের সরাসরি কোনো জবাব না দিলেও, সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন যে, তিনি আশা করছেন ইসরায়েল ও লেবাননের ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহর মধ্যে যুদ্ধসহ "সব ফ্রন্টে„ যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৯.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

রাজনৈতিক কৌশলের কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তন করেছে ভারতীয় শাসকদল বিজেপি

অপারেশন সিন্দুরের ধুলো এখনও পুরোপুরি থিতিয়ে বসেনি। কিন্তু এর মধ্যে ভারতীয় শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের রাজনৈতিক কৌশলের কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তন করেছে। দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তান ছিল বিজেপির জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রধান প্রতিপক্ষ। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সেই অবস্থান ক্রমশ দখল করছে বাংলাদেশ এবং অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী শক্তি। এটি কোনো আকস্মিক পরিবর্তন নয়, বরং একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস। গত দুই দশকে পাকিস্তানকে ঘিরে গড়ে ওঠা নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ এবং জাতীয়তাবাদী বয়ান বিজেপিকে একাধিক নির্বাচনে সুবিধা এনে দিয়েছে। নির্বাচনি মঞ্চ থেকে টেলিভিশন বিতর্ক পর্যন্ত পাকিস্তানকে একটি স্থায়ী হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'ঘরে ঢুকে মারব ধরে' স্লোগান কেবল রাজনৈতিক ভাষা ছিল না বরং একটি বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী আবেগের অংশ ছিল, যা ভোটারদের একটি বড়ো অংশকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই এই বয়ানের কার্যকারিতা কমতে শুরু করেছে। বিশেষত ২০২৫ সালের পহেলগাম হামলা এবং তার পরবর্তী অপারেশন সিন্দুরের পর বিজেপি উপলব্ধি করেছে যে, পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে পুরোনো রাজনৈতিক কৌশল আগের মতো ফলপ্রসূ না-ও হতে পারে। পহেলগাম হামলার পর ভারত সরকার আন্তর্জাতিক পরিসরে একটি ব্যাপক কূটনৈতিক প্রচারণা শুরু করে। বিভিন্ন দেশে সংসদীয় প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে ভারতের অবস্থান তুলে ধরা হয়। সরকারের দাবি ছিল, পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো হামলার সাথে জড়িত এবং ভারতের সামরিক প্রতিক্রিয়া ছিল সীমিত এবং সুনির্দিষ্ট। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ভারতের প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। অধিকাংশ দেশ ঘটনাটিকে ভারত পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক বিরোধী হিসেবেই দেখেছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থানের চেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ এবং সংঘাতে চীনের সম্ভাব্য ভূমিকা। ফলে ভারত যে আন্তর্জাতিক সমর্থন প্রত্যাশা করেছিল, তা পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। অন্যদিকে পাকিস্তানও পরিস্থিতিকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান উত্তেজনা এবং আঞ্চলিক অস্থিরতার সময় ইসলামাবাদ নিজেদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক অংশীদার হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাকিস্তানের অবস্থান দুর্বল না হয়ে বরং কিছু ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়েছে বলে বিশ্লেষকদের একটি অংশ মনে করে। এই বাস্তবতা বিজেপির সামনে নতুন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। ২০১৪ সালের পর থেকে দলটির রাজনৈতিক বয়ানের অন্যতম প্রধান ভিত্তি ছিল জাতীয় নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসবাদবিরোধী অবস্থান। কিন্তু যখন সেই বয়ান আগের মতো রাজনৈতিক লাভ এনে দিতে পারছে না, তখন নতুন একটি ইস্যুর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। একই সময়ে অযোধ্যার রাম মন্দির নির্মাণ, যা হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির দীর্ঘদিনের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল, সেটিও বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে বিজেপির সামনে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে পুরোনো রাজনীতির প্রতীকগুলো ধীরে ধীরে তাদের কার্যকারিতা হারাচ্ছে। ২০২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে দলটির নতুন রাজনৈতিক শক্তির উৎস খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ এবং কথিত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ইস্যু বিজেপির জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই বয়ানটি একাধিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে। এটি সীমান্ত নিরাপত্তার প্রশ্ন উত্থাপন করে, জনসংখ্যাগত পরিবর্তন নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করে, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক চাপের বিষয়কে সামনে আনে এবং একইসঙ্গে ধর্মীয় পরিচয় রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মতো রাজ্যে এটি স্থানীয় নির্বাচনের ইস্যু হতে পারে। আবার জাতীয় পর্যায়েও এটি ব্যবহার করা সম্ভব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- এই ইস্যুর কোনো সহজ বা দ্রুত সমাধান নেই। ফলে এটি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারযোগ্য। এই রাজনৈতিক কৌশলকে আরো শক্তিশালী করার জন্য যে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে বলে সমালোচকরা অভিযোগ করেছেন, তার অন্যতম উদাহরণ স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনার এই কর্মসূচির ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশাসনের ভাষ্য অনুযায়ী, এটি ভোটার তালিকার শুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য করা হচ্ছে। কিন্তু বিরোধী দল, নাগরিক অধিকার কর্মী এবং বিভিন্ন পর্যবেক্ষকদের দাবি, এই প্রক্রিয়া বিশেষ কিছু সম্প্রদায়কে অসমভাবে প্রভাবিত করছে। বিশেষ করে মুসলিম এবং বাংলা ভাষাভাষী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে উদ্বেগ বেশি দেখা যাচ্ছে। সমালোচকদের মতে, সমস্যা শুধু ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠেছে যে, ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিরা বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। রেশন কার্ড, সরকারি ভর্তুকি বা অন্যান্য কল্যাণমূলক সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রেও জটিলতা তৈরি হচ্ছে। সরকার অবশ্য এসব পদক্ষেপকে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং জালিয়াতি রোধের অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করে। তবে সমালোচকেরা মনে করেন, ভোটার পরিচয় এবং নাগরিক অধিকারকে একত্রে বিবেচনা করার প্রবণতা বিপজ্জনক নজির তৈরি করতে পারে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ডি-ভোটার বা সন্দেহভাজন ভোটার এবং অবৈধ অভিবাসী ধারণার মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ অস্পষ্ট

হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আসামে বহু বছর ধরে ডি-ভোটার ইস্যু একটি বিতর্কিত বিষয়। ডি-ভোটার হিসেবে চিহ্নিত হওয়া মানেই কেউ বিদেশি এমন নয়, অনেক ক্ষেত্রেই নথিপত্র সংক্রান্ত জটিলতা বা প্রশাসনিক সমস্যার কারণে মানুষ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রচারণা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং টেলিভিশনের আলোচনায় এই পার্থক্য অনেক সময় উপেক্ষিত হচ্ছে। ফলে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া বা নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া ব্যক্তিদের একটি অংশকে জনমনে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সমালোচকদের মতে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে এমন একটি বয়ান তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে নাগরিক এবং সন্দেহভাজন বিদেশিদের মধ্যে সীমারেখা রাজনৈতিকভাবে পুনর্নির্ধারিত হচ্ছে। এই কৌশলের একটি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটও রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অভিবাসন রাজনীতির কেন্দ্রীয় ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ অভিবাসন, আশ্রয়প্রার্থী এবং জাতীয় পরিচয় নিয়ে বিতর্ক পশ্চিমা বিশ্বের বহু নির্বাচনের ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ব্রেক্সিট গণভোট থেকে শুরু করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ডানপন্থি রাজনৈতিক শক্তির উত্থান পর্যন্ত অভিবাসন ইস্যু একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। ভারতীয় রাজনৈতিক কৌশলবিদরা এই অভিজ্ঞতা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন বলেই মনে করা হয়। তাদের কাছে এটি এমন একটি উদাহরণ, যেখানে কঠোর অভিবাসন নীতি এবং সীমান্তকেন্দ্রিক রাজনৈতিক বয়ান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বড়ো ধরনের শান্তি বা বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। ফলে সীমান্ত রক্ষা, অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ এবং নাগরিক তালিকা শুদ্ধকরণ ধরনের ভাষা ভারতীয় রাজনৈতিক আলোচনায় আরো বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। সমর্থকদের মতে, এটি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের বৈধ অধিকার। অন্যদিকে সমালোচকদের মতে, এই ভাষার আড়ালে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে লক্ষ্যবস্তু করার ঝুঁকি রয়েছে। বিশেষ করে যখন রাজনৈতিক বক্তৃতায় বাংলাদেশ মুসলিম পরিচয় এবং জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের প্রশ্ন একসঙ্গে মিশে যায়, তখন বিষয়টি আরো স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিতর্কিত মন্তব্য এই রাজনৈতিক প্রবণতার একটি চরম উদাহরণ হিসেবে আলোচিত হয়েছে। যদিও এ ধরনের বক্তব্য সমালোনার মুখে পড়ে তবুও অনেক পর্যবেক্ষকের মতে, এগুলো বৃহত্তর রাজনৈতিক বয়ানের অংশ, যা সীমান্ত ও অভিবাসন প্রশ্নকে আরো আবেগপ্রবণ ও সংঘাতময় রুপ দিতে পারে। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রগুলোর একটি। প্রায় দেড়শ কোটি মানুষের এই দেশে শত শত ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতি সহাবস্থান করে। দেশটির সংবিধান, বহুত্ববাদ, নাগরিক অধিকার এবং সমান মর্যাদার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বাস্তবতায় যে-সব জনগোষ্ঠী বর্তমানে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে বাংলা ভাষী মুসলিম, আসামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা নথিপত্র সংকটে থাকা দরিদ্র মানুষ। তারা সাধারণত সমাজের দুর্বল অংশগুলোর মধ্যে পড়ে। তাদের পক্ষে দীর্ঘ আইনি লড়াই বা রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সহজ নয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সাধারণত ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করে। এর একটি কারণ ভারতের গণতান্ত্রিক পরিচয়, অন্যটি তার ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিক ও কৌশলগত গুরুত্ব। কিন্তু নাগরিকত্ব ভোটাধিকার, সামাজিক সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে যে প্রশ্নগুলো এখন উত্থাপিত হচ্ছে, সেগুলো শুধু ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকবে কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক বাড়ছে। কারণ কোনো জনগোষ্ঠী যদি ধীরে ধীরে রাজনৈতিকভাবে সন্দেহভাজন, প্রশাসনিকভাবে বঞ্চিত এবং সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে তার প্রভাব দেশের সীমানা ছাড়িয়েও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। এই কারণেই অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, বিজেপি তাদের নতুন রাজনৈতিক ফ্রন্ট খুঁজে পেলেও এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব শুধু নির্বাচনি রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, এটি ভারতের গণতন্ত্র, নাগরিকত্বের ধারণা এবং দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতির উপরেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। (রেডিও তেহরান: ১৯.০৬.২০২৬ রুবাইয়া, এলিনা)

দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি সেনাদের অগ্রযাত্রা রুখে দিয়েছে হিজবুল্লাহ

লেবাননের গণমাধ্যম জানিয়েছে, দেশটির দক্ষিণে হিজবুল্লাহ যোদ্ধা এবং ইসরায়েলি সেনাদের মধ্যে সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। পার্সটুডে জানিয়েছে, হিজবুল্লাহ যোদ্ধারা দক্ষিণ লেবাননের 'কাফতার তাবনিত' শহরের উপকণ্ঠে ধারাবাহিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ এবং পূর্ব-পরিকল্পিত অতর্কিত হামলা চালিয়ে ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখে দিয়েছে এবং শত্রুপক্ষের বেশ কয়েকটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস করেছে। একই সময়ে, ইসরায়েলের কামান নাবাতিয়েহ-এর আশেপাশের এলাকা এবং 'কাকিয়া আল-জিসর'-এর একটি আবাসিক বাড়িতে হামলা চালায়, যার ফলে বেশ কয়েকজন লেবাননি নাগরিক আহত হন। এছাড়াও, আল-মায়াদিন নেটওয়ার্কের একজন প্রতিবেদক দক্ষিণ লেবানন থেকে জানিয়েছেন, হিজবুল্লাহ যোদ্ধারা ধারাবাহিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ভারী গোলাবর্ষণের মাধ্যমে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর অগ্রযাত্রার প্রচেষ্টা আবারও ব্যর্থ করে দিয়েছে। একই সময়ে, আল-মানার টিভিও নিশ্চিত করেছে যে, লেবাননের ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী কাফর বেনিতের আশেপাশে ইসরায়েলি শত্রুদের সমাবেশ ও যানবাহনগুলোকে লক্ষ্য করে একের পর এক রকেট হামলা চালিয়েছে। এই প্রতিবেদন অনুসারে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তাদের অভিযানকে আড়াল

করতে ওই এলাকায় ভারী কামান, ফসফরাস মর্টার এবং ফ্লেয়ার ব্যবহার করেছে, কিন্তু "আলি আল-তাহের„-এর কৌশলগত উচ্চভূমি দখলের জন্য সপ্তাহব্যাপী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৯.০৬.২০২৬ নারগীস)

আমাদের হাত বন্দুকের ট্রিগারে রয়েছে : ইরানের সংসদ স্পিকার কলিবফ

ইরানের ইসলামি বিপ্লবের নেতাকে পাঠানো এক বার্তায়, দেশটির সংসদ স্পিকার জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধারের পথ হিসেবে আলোচনাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, সমঝোতা স্মারকের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পেরেছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শক্তি এবং যদি শত্রু বাড়াবাড়ি করে, তবে তাকে কঠোর জবাবের সম্মুখীন হতে হবে। ইরানি ব্রডকাস্টিং এজেন্সিকে উদ্ধৃত করে পার্সটুডে জানিয়েছে, ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা মহামান্য আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মুজতবা খামেনেয়িকে পাঠানো বার্তায় ইরানের সংসদ স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কলিবফ বলেছেন, আমরা আপনার জ্ঞানগর্ভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বার্তার জন্য কৃতজ্ঞ। এই বার্তাটি ছিল একটি পথনির্দেশিকা, যা আগের চেয়েও সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই সমঝোতা স্মারকটি চূড়ান্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা সেই কঠিন ও আঁকাবাঁকা পথের সূচনা করেছি, যে পথে বিশ্বাসঘাতক শত্রুর কাছ থেকে আমাদের অবশ্যই ইরানি জনগণের অধিকার ও প্রতিরোধকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। আমরা মহামান্যের এই আদেশগুলোকে আমাদের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করছি এবং অপর পক্ষকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইরানি জনগণ ও প্রতিরোধ ফ্রন্টের অধিকার লঙ্ঘিত হতে দেব না। হুসাইনি মাযহাবের শিক্ষা এবং আমাদের শহীদ ইমামের জীবনের উপর ভিত্তি করে আমি বিশ্বাস করি যে, একক খোদার ফ্রন্ট কখনোই একটি ভুয়া ফ্রন্টের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে না এবং ভুয়া ফ্রন্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আমাদের সকলের কর্তব্য, আর এই পথে আমরা আলোচনাকে প্রতিরোধের সংগ্রামের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করি। এই সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নের জন্য আমাদের নিশ্চয়তা এর ধারাগুলো নয়, বরং আমাদের জীবন, যা আমরা উৎসর্গ করেছি, এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সেই শক্তি, যার আঘাত ও দৃঢ়সংকল্প সাম্প্রতিক যুদ্ধে আমেরিকান-জায়নবাদী শত্রু স্বচক্ষে উপলব্ধি করেছে। কলিবফ আরো বলেন, আমাদের কাছে আলোচনা হলো ইরানি জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পথ এবং এই পথে যদি শত্রু বাড়াবাড়ি করতে চায় তবে আমরা প্রমাণ করেছি যে আমাদের হাত বন্দুকের ট্রিগারে রয়েছে এবং শত্রুকে এমন এক নিষ্পেষণকারী জবাব দিতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই, যার স্বাদ সে সাম্প্রতিক যুদ্ধে পেয়েছে। পরিশেষে, আলোচনার এই বিপজ্জনক ও জটিল পথ অব্যাহত রাখার পদ্ধতি স্পষ্ট করার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৯.০৬.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

সামরিক হামলা ও বাণিজ্য নিয়ে উত্তেজনার মধ্যে মোদি ও ট্রাম্পের বৈঠক

ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত সাতটি শিল্পোন্নত দেশের জোট, জি-৭-এর সম্মেলনের ফাঁকে বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মধ্যপ্রাচ্যে জাহাজের নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন মোদি। চলতি মাসের শুরুতে ওমান উপকূলে একটি বাণিজ্যিক জাহাজে মার্কিন হামলায় তিনজন ভারতীয় নাবিক নিহত হওয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই মন্তব্য করেন। মোদি বলেন, বিশ্বজুড়ে সামুদ্রিক বাণিজ্য পথে বেশ কয়েক হাজার ভারতীয় নাবিক কর্মরত আছেন এবং "তাদের নিরাপত্তা আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।„ একজন সাংবাদিক ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসা করেন, নিহত নাবিকদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি তার কোনো সমবেদনা আছে কিনা। এর জবাবে "এটি একটি কঠিন পেশা,„ এমন উল্লেখ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "এই ধরনের ঘটনা বিভিন্ন সময়ে ঘটে আসছে, কিন্তু আমরা একসঙ্গে কাজ করি।„ বাণিজ্যিক বিষয়গুলোর কারণেও ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠেছে। গতবছর ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের ওপর চড়া শুল্ক আরোপ করেছিল, যার একটি কারণ ছিল রাশিয়া থেকে তেল কেনা।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১৯.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে শ্রমিক অবরোধ

বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন তালহা স্পিনিং মিলের শ্রমিকরা। এতে মহাসড়কটিতে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রী ও চালকরা। বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার এমসি বাজার এলাকায় মহাসড়কের দুটি লেনে বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকরা। তাদের অভিযোগ, গত মে মাসের বেতন এখনো বকেয়া রয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ একাধিকবার সময় দিলেও, তা পরিশোধ করেনি। মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামরুজ্জামান দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। তবে আপাতত মহাসড়কে

যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও, তাৎক্ষণিকভাবে তাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৯.০৬.২০২৬ রনি)

সুইস ব্যাংকে এক বছরে ৪১ শতাংশ আমানত বৃদ্ধি বাংলাদেশিদের

২০২৫ সালে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশিদের আমানত প্রায় ৪১ শতাংশ বেড়ে ৮৩ কোটি ৪১ লাখ ৬০ হাজার সুইস ফ্রাঁ বা প্রায় ১২ হাজার ৭৫১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টারের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালে সুইজারল্যান্ডে বাংলাদেশিদের জমা করা অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৫৮ কোটি ৯৫ লাখ সুইস ফ্রাঁ বা প্রায় ৮ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। তা ছিল সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের আগের তিন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ আমানত। সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক প্রতি বছর আমানতের তথ্য প্রকাশ করে। 'ব্যাংকস ইন সুইজারল্যান্ড' ক্যাটাগরির আওতায় দেশটির ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশি নাগরিক, বাসিন্দা বা করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর সব ধরনের মুদ্রায় রাখা আমানত পর্যবেক্ষণ করে। তবে প্রতিবেদনে আমানতকারীর ধরন বা কোন উদ্দেশ্যে আমানত রাখা হয়েছে, তা আলাদা করে দেখানো হয় না। সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলো ঐতিহাসিকভাবে আর্থিক গোপনীয়তার জন্য পরিচিত। তবে সম্প্রতি কিছু সংস্কার আনায় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে ব্যাংকগুলোর স্বচ্ছতা ও সহযোগিতা বেড়েছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৯.০৬.২০২৬ রনি)

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলা; ৬ মাসেও এগোয়নি তদন্ত, জামিনে মুক্ত আসামিরা

দ্য ডেইলি স্টার ও প্রথম আলো কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ ও হামলার ৬ মাস পেরিয়েছে। ঘটনার তদন্ত দ্রুত শেষ করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তদন্ত-কাজ থমকে আছে বলে জানিয়েছে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টার। ২০২৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর মিডিয়া হাউজ দুটিতে হামলার পর মোট ৩৭ জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাদের অনেকেই এখন জামিনে মুক্ত। হামলা ও ভাঙচুরের সময় এবং এর পরপরই বহু ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়েছিল। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কয়েক ডজন স্ক্রিনশট সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু তদন্তকারীরা বলছেন, জড়িতদের শনাক্ত করতে এখনো বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। ওইদিন সংঘবদ্ধ হামলাকারীরা প্রথমে প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা চালায়। পরে তারা দ্য ডেইলি স্টারে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এসময় ভেতরে আটকা পড়েন ২৯ জন সাংবাদিক ও কর্মী। হামলার ঘটনায় দ্য ডেইলি স্টার ও প্রথম আলো আলাদা মামলা করে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পত্রিকা দুটির কার্যালয় পরিদর্শন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ। পরিদর্শনের সময় তিনি বলেছিলেন, নজিরবিহীন এই হামলা বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। তখন পুলিশকে দুই মাসের মধ্যে নিরপেক্ষ তদন্ত শেষ করে অভিযোগপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৯.০৬.২০২৬ রনি)

পরীমনির সঙ্গে সম্পর্কের অভিযোগে পুলিশ কর্তাকে শাস্তি

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের সাবেক অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) ও বর্তমানে ঝিনাইদহ ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. গোলাম সাকলায়েনকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা-২ শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী। ২০২১ সালের ১৪ জুন ঢাকা বোট ক্লাবে ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার শিকার হওয়ার অভিযোগ তুলে ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন মাহমুদের বিরুদ্ধে মামলা করেন চিত্রনায়িকা পরীমনি। সেই মামলা তদন্তের দায়িত্ব পান ডিএমপির তৎকালীন এডিসি সাকলায়েন। ওই ঘটনার মাস দুয়েক পর ৪ আগস্ট পরীমনির বনানীর বাসায় অভিযান চালায় র‍্যাব। সেদিন এই নায়িকা ও তাঁর সহযোগী আশরাফুল ইসলাম ওরফে দীপুকে আটক করা হয়। সেই রাতেই বনানী থেকে আটক করা হয় চলচ্চিত্র প্রযোজক নজরুল ইসলাম রাজ ও তার ব্যবস্থাপক সবুজ আলীকে। পরদিন তাদের বনানী থানায় হস্তান্তর করে তাদের বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে একাধিক মামলা করা হয়। তখন পরীমনির বাসায় অভিযান নিয়ে তুমুল আলোচনার মধ্যে সংবাদমাধ্যমে বলা হয়, ওই অভিযানের তিনদিন আগে তৎকালীন ডিবির এডিসি সাকলায়েনের সরকারি বাসায় প্রায় ১৮ ঘণ্টা সময় কাটান পরীমনি। এরপরই ডিএমপি সাকলায়েনকে ডিবি থেকে পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট (পিওএম) পশ্চিম বিভাগে বদলি করে। এর পাঁচ বছরের মাথায় এসে আজ তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল সরকার। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মো. গোলাম সাকলায়েন, ঝিনাইদহ ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সাবেক এডিসি (ডিবি) গুলশান বিভাগে কর্মকালীন বাংলাদেশ পুলিশের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হয়েও চিত্রনায়িকা পরীমনির সঙ্গে নৈতিকতাবহির্ভূত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িয়েছেন। তাদের মধ্যকার সম্পর্ক বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে ওঠে আসে। এতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এডিসি গোলাম সাকলায়েনের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণের, অভিযোগে বিভাগীয় মামলা করা হয় এবং তাকে কারণ দর্শাতে বলা হয়।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৯.০৬.২০২৬ রনি)

ইসরায়েল-ইইউ সম্পর্কে টানাপড়েন

ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিওন সার বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক কর্মকর্তা কাজা কালাসের সঙ্গে তারা কোনোরকম সম্পর্ক রাখবে না। এর ফলে ইইউ-র সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্কে অবনতি ঘটলো বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি মেক্সিকোয় একটি সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন কাজা কালাস। সেখানে তিনি বলেছেন, গাজা এবং পশ্চিম উপকূলে ইসরায়েল যে 'কাণ্ড' করছে, তা একসময় সাউথ আফ্রিকায় ঘটে যাওয়া ঘটনার সমতুল্য। অর্থাৎ, সাউথ আফ্রিকার বিদ্বেষের ইতিহাসের কথা বলার চেষ্টা করেছেন তিনি। কালাসের এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে ইসরায়েল। আর তারই ফল তাদের বর্তমান সিদ্ধান্ত। ইসরায়েল জানিয়েছে, কালাসের সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা বা আলাপচারিতায় থাকবে না তারা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখনো এবিষয়ে তাদের মতামত জানায়নি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৯.০৬.২০২৬ রনি)

আমেরিকা-ইরানের সাময়িক চুক্তিকে স্বাগত জানালো জার্মানি

ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈঠকের মাঝেই জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিশ ম্যার্ৎস জানিয়েছেন, ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে যে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি হয়েছে, জার্মানি তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। ম্যার্ৎস জানিয়েছেন, জার্মানি কীভাবে এই চুক্তির বাস্তবায়নে সাহায্য করতে পারে, তা নিয়ে ইতোমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে। লুক্সেমবুর্গের প্রধানমন্ত্রীও এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, এখনো বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার এবং তার সমাধান সূত্রে পৌঁছানো প্রয়োজন। ইউরোপীয় নেতারা সমর্থন জানালেও ইরানের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে নিজের দলের রাজনীতিবিদদের কাছেই কথা শুনতে হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। রিপাবলিকান নেতাদের একাংশের বক্তব্য, এই চুক্তি নিয়ে ট্রাম্প যা দাবি করেছিলেন, বাস্তবে তার ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারেননি। রিবাপলিকান সেনেটর বিল ক্যাসিডি বলেছেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট রনাল্ড রেগান তার কফিনের ভিতর নিশ্চয় ছটফট করছেন। নিশ্চয়ই বলছেন, গত কয়েক যুগের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পররাষ্ট্রনীতির নিদর্শন এই চুক্তি।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৯.০৬.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

সরকার একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করছে : জামায়াতে আমির

বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ব্যাংক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন পদে নিজ দলীয় লোক বসিয়ে সরকার একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করছে। কিন্তু দেশের জনগণ এ একদলীয় শাসন ব্যবস্থা মেনে নেবে না। শুক্রবার (১৯ জুন) সকালে নারায়ণগঞ্জ শহরের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে আয়োজিত এক কর্মী সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। নারায়ণগঞ্জ মহানগর জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এ কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, বিগত সময়ে সংসদে বিরোধী দলকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলতো আওয়ামী লীগ। তারা সবচেয়ে বেশি বলতো বিএনপিকে তারপর জামায়াতে ইসলামীকে। বর্তমান সরকারও বিরোধী দলকে বিভিন্ন রকমের ট্যাগ দিয়ে কথা বলে। কিন্তু দেশের জনগণ এগুলো খায় না। সরকারকে উদ্দেশ্য করে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, আপনারা তরুণ সমাজের ভাষা বুঝার চেষ্টা করেন। আওয়ামী লীগের পথে হাঁটবেন না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

শীর্ষ সন্ত্রাসী `অটো সজল,সহ গ্রেফতার ৪, থানার লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার

ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকায় অভিযান চালিয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসী সজল ওরফে `অটো সজলকে, (৩১) তিন সহযোগীসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এসময় তাদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, মাদক ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত অস্ত্র থানা থেকে লুট হওয়া বলে জানিয়েছে পুলিশ। গ্রেফতার অন্য আসামিরা হলেন- মো. বাপ্পী (২৮), মো. হানিফ (৪০) ও মোছা. শামসুন্নাহার (৪৫)। শুক্রবার (১৯ জুন) দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলাম। তিনি জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ১০ মিনিটের দিকে যাত্রাবাড়ীর সায়েদাবাদ এলাকায় অভিযান চালিয়ে অটো সজলকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে স্বামীবাগের একটি ভাড়া বাসায় অস্ত্র ও মাদক মজুত রাখার কথা স্বীকার করেন। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে দুটি 'TAURUS' ব্র্যান্ডের পিস্তল, ৪টি ম্যাগাজিন এবং ৭৭ রাউন্ড তাজা গুলি, ৫৯ গ্রাম হেরোইন এবং হেরোইন প্রস্তুতের কাজে ব্যবহৃত ৮৭ গ্রাম মেডি, মাদক বিক্রির ২২ হাজার ৯৬০ নগদ টাকাসহ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের চারটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

ইসলামী ব্যাংক নিয়ে ৭ দফা দাবি সচেতন গ্রাহক ফোরামের

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির প্রতি গ্রাহকদের আস্থা দ্রুত ফিরিয়ে আনতে একটি স্বাধীন ও পেশাদার পরিচালনা পর্ষদ গঠন এবং ব্যাংকটির `প্রকৃত মালিকদের, কাছে মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে ইসলামী ব্যাংক

সচেতন গ্রাহক ফোরাম। একইসঙ্গে ব্যাংক লুটেরাদের বিচার, পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে কার্যকর পদক্ষেপ এবং ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ সাত দফা দাবি উত্থাপন করেছে সংগঠনটি। শুক্রবার (১৯ জুন) সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের আহ্বায়ক অধ্যাপক নুরনবী মানিক এসব দাবি তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ইসলামী ব্যাংক শুধু একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়, এটি কোটি কোটি গ্রাহকের আস্থা, দেশের প্রথম শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক এবং জাতীয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রেমিট্যান্স প্রবাহ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন এবং সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের বড়ো একটি অংশ এই ব্যাংকের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বক্তারা বলেন, সম্প্রতি চেয়ারম্যান হিসেবে খুরশিদ আলমের নিয়োগ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওমর ফারুক খানকে অপসারণের পর গ্রাহকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে গত ২৪ মে থেকে মানববন্ধন, স্মারকলিপি প্রদান, সংবাদ সম্মেলন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কাছে দাবি উপস্থাপনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। ১৭ জুন বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক করে দ্রুত একটি সৎ, যোগ্য ও পেশাদার পরিচালনা পর্ষদ গঠনের আহ্বান জানানো হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

সিএমপিতে এবার ডিসি পদে রদবদল

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশে (সিএমপি) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পদে ব্যাপক রদবদলের পর এবার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) পর্যায়েও পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ দফায় উত্তর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনারসহ কয়েকজন কর্মকর্তাকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) রাতে সিএমপি কমিশনার হাসান মো. শওকত আলীর সই করা এক অফিস আদেশে এ বদলি ও পদায়নের তথ্য জানানো হয়। আদেশ অনুযায়ী, উত্তর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার আমিরুল ইসলামকে ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ফোর্স শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার হিসেবে বদলি করা হয়েছে। তার স্থলে ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ফোর্স শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার মো. হাসান মোস্তফা স্বপনকে উত্তর বিভাগের নতুন উপ-পুলিশ কমিশনার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। একই আদেশে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) উত্তর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো. হাবিবুর রহমানকে দক্ষিণ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি আল মুজাহিদী মারা গেছেন

একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি আল মুজাহিদী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ১৯ জুন দুপুর ২টায় তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সাইফুল্লাহ মানসুর নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন। আল মুজাহিদী দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত সমস্যাসহ হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। গত এক বছর আগে চিকুনগুনিয়া হওয়ায় তখন থেকেই তিনি একেবারে বিছানায় পড়ে যান। কবি আল মুজাহিদী একসময় দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন। ছাত্রজীবনে ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে ১৭ হাজার ৭২৫ পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় অভিযান চালিয়ে ১৭ হাজার ৭২৫টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে র‍্যাব। এ ঘটনায় এক যুবককে আটক করা হয়েছে। এছাড়া মাদক পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত একটি নোহা মাইক্রোবাস জব্দ করা হয়। শুক্রবার (১৯ জুন) র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। আটক যুবকের নাম মোহাম্মদ আইয়ুব (২৩)। তিনি কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার নাটমুরা পাড়ার বাসিন্দা। র‍্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারেন, কক্সবাজার থেকে ইয়াবার এক চালান নিয়ে একটি গাড়ি চট্টগ্রাম শহরের দিকে যাচ্ছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে হাটহাজারী উপজেলার বুড়িশ্চর ইউনিয়নের ধোপপুল এলাকায় এস আলম মার্কেটের সামনে অস্থায়ী চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালানো হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী হারুনের জানাজা অনুষ্ঠিত

জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান হারুন-আল-রশিদের জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নামাজ পরিচালনা করেন জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের পেশ ইমাম ক্বারী মো. আবু রায়হান। শুক্রবার (১৯ জুন) জাতীয় সংসদে জানাজার শুরুতেই মরহুম হারুন আল রশিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য খালেদ হোসেন মাহবুব। এসময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন জাতীয় সংসদের স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম, ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, সংসদের চিফ হুইপ ও হুইপদের পক্ষে হুইপ এবিএম আশরাফ উদ্দিন নিজান, বিরোধী দলীয় নেতার পক্ষে ঢাকা-৪ আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দ জয়নুল আবেদীন ও পরিবারের পক্ষে মরহুমের ভাতিজা কামাল হোসেন। স্পিকার তার বক্তব্যে উপস্থিত সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, হারুন আল রশিদ

একজন বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন এবং পাঁচবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তিজীবনে অমায়িক, সজ্জন সাধারণ মানুষের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, হারুন আল রশিদ সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আস্থাভাজন ছিলেন। তার মৃত্যুতে দেশ একজন জাতীয়তাবাদী ঘরানার নিবেদিতপ্রাণ দেশপ্রেমিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে। এসময় তিনি মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিরাবের প্রতি সমবেদনা জানান। জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, হারুন আল রশিদ একজন অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সততা ও নিষ্ঠার জন্য তার জীবনাদর্শ আমাদের জন্য অনুকরণীয়। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে তার অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। জানাজা শেষে স্পিকারসহ সংশ্লিষ্টরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান এবং মরহুমের বিদেহি আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী দর্শন আজও অনুপ্রাণিত করে

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী দর্শন আজও মানুষকে অনুপ্রাণিত করে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) চেয়ারম্যান বেলায়েত হোসেন। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান ছিলেন বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা এবং আধুনিক বাংলাদেশের দূরদর্শী রূপকার। তার সততা, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী দর্শন আজও মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। শুক্রবার (১৯ জুন) চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় জিয়াউর রহমানের প্রথম সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এসব কথা বলেন। বেলায়েত হোসেন বলেন, দেশের সংকটময় সময়ে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্ব ও ঐতিহাসিক ঘোষণা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। তার আদর্শ ধারণ করেই একটি সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, দেশজুড়ে পুলিশের সতর্কতা

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারাদেশে পুলিশকে `প্রয়োজনীয় সতর্কতার, পাশাপাশি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দিয়েছে সদর দপ্তর। আগামী ২৩ জুন দলটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার পুলিশ সদর দপ্তর থেকে এ বিষয়ে একটি `জরুরি বার্তা, পাঠানো হয়েছে। দেশের সব মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ও রেঞ্জ ডিআইজি বরাবর পাঠানো ওই বার্তায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে দলটির `সম্ভাব্য কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন, করার কথা বলা হয়েছে। বার্তায় বলা হয়, সেদিন দলটির তরফে দেশের বিভিন্ন জেলায় দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন এবং প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ব্যানার নিয়ে প্রকাশ্যে মিছিল করতে পারে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

জামায়াতের এমপি শাহজাহান চৌধুরীকে `গুলির পরিকল্পনার অডিও ফাঁস,

চট্টগ্রাম-১৫ আসনের জামায়াত দলীয় সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরীকে লক্ষ্য করে গুলি করার পরিকল্পনার ইঙ্গিত রয়েছে, এমন একটি অডিও কথোপকথন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ফাঁস হওয়া অডিওতে এমপির দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে পরিচিত আরমান উদ্দিনের কণ্ঠ রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। কথোপকথনে একজন সংসদ সদস্যকে লক্ষ্য করে সহিংসতার পরিকল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে বলে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা চলছে। প্রতিবেদকের অনুসন্ধানে অডিওতে থাকা দুই ব্যক্তির একজন আরমান উদ্দিন অন্য ব্যক্তি বিএনপি কর্মী তারিকুল হক। অডিওটির বিষয়ে জানতে চাইলে আরমান উদ্দিন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, `চৌধুরী সাহেবকে কেন গুলি করতে যাবো?, পরে অডিওটি তার কাছে পাঠানোর অনুরোধ করেন। অডিও পাঠানোর পর আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

গাঢ় নীল ও জলপাই রঙে ফিরলো পুলিশের পোশাক, গেজেট প্রকাশ

`গাঢ় নীল, এবং `হালকা অলিভ, (জলপাই) রঙের সংমিশ্রণে আগের পোশাকে ফিরছে পুলিশ। এ সংক্রান্ত ঘোষণা দিয়ে একটি গেজেট প্রকাশ করেছে সরকার। পোশাক আগের রঙের হলেও এবার সবার প্যান্ট হবে খাকি। পুলিশ সদর দপ্তর থেকে এক প্রজ্ঞাপনে এ সংক্রান্ত একটি গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। এতে সই করেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির। এতে বলা হয়, জেলাসহ অন্যান্য ইউনিটের পুলিশের জন্য গাঢ় নীল রঙের শার্ট হবে, সব মেট্রোপলিটন পুলিশের হবে হালকা অলিভ (জলপাই) রঙের এবং সব পুলিশের প্যান্টের রঙ হবে খাকি। এছাড়া, এপিবিএন, এসপিবিএন, এসবি, সিআইডি এবং র‍্যাব এই পোশাকের আওতামুক্ত থাকবে। অর্থাৎ, তাদের পোশাক পরিবর্তন হয়নি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পুলিশে সংস্কারের দাবি ওঠে। কেউ কেউ পুলিশের পোশাক পরিবর্তনের দাবিও করেন। এমন পরিপ্রেক্ষিতে গত বছর ২০ জানুয়ারি আইন-শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভায় পুলিশের পোশাক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়। পুলিশের সব সদস্যের জন্য নির্ধারিত হয় আয়রন (লোহা) রঙের পোশাক। গত বছর ২৫ নভেম্বর নতুন পোশাকে মাঠে নামে পুলিশ। যদিও সেই পোশাক নিয়ে মাঠপর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। অনেক পুলিশ সদস্য পোশাক পরিবর্তনের বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না। তারাও পোশাকের রং নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারা বলেন,

এই রঙের পোশাক দেখতে ভালো লাগছে না। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রল হওয়ায় তারা অস্বস্তি বোধ করেন। বিএনপি সরকার গত ১৭ ফেব্রুয়ারি দায়িত্ব নেওয়ার পর ২৪ ফেব্রুয়ারি পুলিশের পোশাক পরিবর্তনের সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানায় বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনটির এক বিবৃতিতে বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকার পুলিশের জন্য যে নতুন পোশাক নির্বাচন করেছে, সেখানে পুলিশ সদস্যদের গায়ের রং, আবহাওয়া এবং সদস্যদের মতামত উপেক্ষা করা হয়েছে। কোনো প্রকার জনমত যাচাই ছাড়াই নির্বাচিত এই পোশাকের সঙ্গে ইউনিফর্মধারী অন্যান্য সংস্থার পোশাকের হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে। এ কারণে মাঠপর্যায়ে পুলিশ সদস্যদের চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য তড়িঘড়ি করে নেওয়া এই পরিবর্তনের পক্ষে নন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

চীনা J-10CE যুদ্ধবিমান কেনার পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ, উদ্বিগ্ন ভারত

চীনের নির্মিত ২০টি J-10CE মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান কেনার পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ। এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এবং একইসঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রতিরক্ষা শিল্পের উপস্থিতি আরও বিস্তৃত হবে। এ যুদ্ধবিমান কেনার খবর দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত পরিস্থিতিতে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে বলে বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ডিফেন্স সিকিউরিটি এশিয়া। প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রস্তাবিত প্রায় ২২০ কোটি মার্কিন ডলারের এই প্যাকেজে যুদ্ধবিমান, লজিস্টিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং দীর্ঘমেয়াদি সাপোর্ট অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এসব যুদ্ধবিমান ২০২৬-২০২৭ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে সরবরাহ করা হতে পারে। জানা গেছে, Chengdu J-10C একটি ৪.৫ প্রজন্মের মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান। এ যুদ্ধবিমানগুলো আধুনিক AESA রাডার (ইলেকট্রনিক সিগন্যালের মাধ্যমে দ্রুত দিক পরিবর্তন করে লক্ষ্য শনাক্ত করে), নেটওয়ার্ক-সেন্ট্রিক কমব্যাট সিস্টেম এবং দীর্ঘ-পাল্লার আকাশ-থেকে-আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার সক্ষমতা রাখে। বিশ্লেষকদের মতে, এই যুদ্ধবিমান আধুনিক আকাশযুদ্ধে তুলনামূলকভাবে উন্নত ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে। এই সম্ভাব্য চুক্তি ভারতসহ পুরো অঞ্চলের সামরিক ভারসাম্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

হামের উপসর্গে ৪ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ১১৭৪

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ১ হাজার ১৭৪টি শিশু। শুক্রবার (১৯ জুন) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম-বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৫৭৭টি শিশুর। আর হামে আক্রান্ত হয়ে আরও ৯৩টি শিশু প্রাণ হারিয়েছে। অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এই সময়ে মোট ৬৭০টি শিশু মারা গেছে। এছাড়া, ২৪ ঘণ্টায় ৯৬টি শিশু হামে আক্রান্ত হয়েছে, আর হামের উপসর্গজনিত রোগীর সংখ্যা ১০৭৮। এই সময়ে ৯৭২টি শিশু নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, আর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৮৯৩টি শিশু। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ৯০ হাজার ৯৮২, আর নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ১০ হাজার ৮৬৯। এর মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোট ৭৫ হাজার ১৫৬ রোগী, যাদের মধ্যে ৭১ হাজার ৩৯৬ জন ছাড়পত্র পেয়ে ইতোমধ্যে বাড়ি ফিরেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

১৬ জনের ক্যাম্পে বেঁচে আছি মাত্র ৪ জন : জামালপুরের যুবক

`আমাদের ১৬ জনের ক্যাম্প থেকে ১২ জন মানুষ মারা গেছে। এখন আমরা চারজন জীবিত আছি। আমরা চারজনই আহত।, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফ্রন্টলাইনে আটকা পড়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এভাবেই নিজের অসহায়ত্বের কথা জানিয়েছেন জামালপুর সদর উপজেলার গোদাশিমলা এলাকার যুবক আরমান আলী। সম্প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রের একটি অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে গোপনে ধারণ করা তার একটি ভিডিও বার্তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। আরমান আলী সদর উপজেলার গোদাশিমলা এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে। শুক্রবার (১৯ জুন) সকালে তার বাবা রফিকুল ইসলাম জানান, তার ছেলে বর্তমানে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ময়দানে অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন। ভিডিও বার্তায় আরমান দাবি করেন, উচ্চ বেতনে ড্রোন কোম্পানি ও নির্মাণকাজে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে তাকে এবং আরও কয়েকজন বাংলাদেশি যুবককে রাশিয়ায় নেওয়া হয়েছিল। পরে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আবেগঘন ওই ভিডিওতে আরমান আলী বলেন, "আমাদের ফোন নিয়ে নিয়েছে। আমাদের বলা হয়েছিল, ড্রোন কোম্পানি ও কনস্ট্রাকশন সাইটে কাজ দেওয়া হবে। কিন্তু এসব কথা বলে আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছে। ৩-৪ দিনের প্রশিক্ষণের পর ফ্রন্টলাইনে পাঠানো হয়। সেখানে মাটির নিচে মাইন, চারদিকে ড্রোন- সবসময় মৃত্যুর ঝুঁকি। আমাদের মাছের টোপের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের ১৬ জনের ক্যাম্প থেকে ১২ জন মারা গেছে। আমরা চারজন বেঁচে আছি। আমরা সবাই আহত।„ আহত অবস্থায় ফ্রন্টলাইন থেকে ফিরে

আসার পর তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। আরমান বলেন, "আহত হয়ে ফেরার পরও আবার যুদ্ধ করতে যেতে বলা হয়। রাজি না হওয়ায় মারধর করা হয়েছে। ৫-৬ দিন বাংকারে আটকে রাখা হয়েছে। খাবার ও পানিও দেওয়া হয়নি।„ ভিডিওর একপর্যায়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, "আমরা তো এই জীবন চাইনি। আমরা এসেছিলাম ডাল-ভাত খেয়ে বাঁচার জন্য। আমার পাঁচ মাসের একটি কন্যাসন্তান আছে। আমরা মুসলিম, দেশে ফিরে মরতে চাই, যেন জানাজা হয়। শেয়াল-কুকুরের মতো মরতে চাই না। প্লিজ, আমাদের রক্ষা করুন।„(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

৩ লাখ টাকা ঘুস না দেওয়ায় `পুশ-ইন, করেছে বিএসএফ : ভারতীয় নারী

তিন লাখ টাকা ঘুস দিতে না পারায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এক নারী ও তার ছেলেকে বাংলাদেশে `পুশ-ইন, করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তারা হলেন- ভারতীয় নাগরিক সুইটি বিবি (৪০) এবং তার দুই ছেলে কুরবান দেওয়ান (১৫) ও ইমাম দেওয়ান (৬)। বর্তমানে তারা চাঁপাইনবাবগঞ্জের নয়াগোলায় এলাকায় অবস্থান করছেন। কথা বলে জানা যায়, ভারতের দিল্লিতে ইটভাটায় কাজ করার সময় নারী ও শিশুসহ মোট ছয়জনকে `বাংলাদেশি, তকমা দিয়ে গ্রেফতার করে ভারতীয় পুলিশ। পরে বিএসএফ তাদের কুড়িগ্রাম সীমান্তের জঙ্গল দিয়ে বাংলাদেশে `পুশ-ইন, করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসময় তাদের কাছে তিন লাখ টাকা করে ঘুস দাবি করা হয়। ঘুস দিতে না পারায়, তাদের জোরপূর্বক সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হয়। `পুশ-ইনের, পর তারা প্রায় ১০ দিন জঙ্গলে ঘুরে ঢাকায় অবস্থান করেন। পরে কোনো আশ্রয় না পেয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জে চলে আসেন। এরপর ২০২৫ সালের ২০ আগস্ট তাদের গ্রেফতার করে বাংলাদেশের পুলিশ। পরবর্তীতে তিন মাস ১০ দিন কারাভোগের পর বর্তমানে তারা জেলার নয়াগোলা এলাকায় একজনের জিম্মায় রয়েছেন। শুক্রবার (১৯ জুন) সকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নয়াগোলায় এলাকায় জাগো নিউজের সঙ্গে কথা হয় `পুশ-ইনের, শিকার ভারতীয় নারী সুইটি বিবি এবং তার ছেলে কুরবান দেওয়ানের সঙ্গে। সুইটি বিবি বলেন, "আমার বাড়ি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার মুরারই থানায়। জীবিকার তাগিদে দিল্লিতে গিয়েছিলাম কাজের জন্য। হঠাৎ সেখান থেকে আমাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর তিন দিন থানায় রাখা হয়।„ তিনি বলেন, "পরে বাংলা ভাষায় কথা বলা এবং মুসলিম পরিচয়ের কারণে আমাদের বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর থেকেই শুরু হয় শারীরিক নির্যাতন ও হয়রানি। মারধর করে বাংলাদেশি প্রমাণের চেষ্টা করা হয়।„ সুইটি বিবি আরও দাবি করেন, তারা জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক। তাদের কাছে আধার কার্ডসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরিচয়পত্র রয়েছে। এসব কাগজপত্র দেখার পরও বিএসএফ তাদের কাছে তিন লাখ টাকা করে ঘুস দাবি করে। তবে এত টাকা না থাকায় তারা দিতে পারেননি। এজন্য কুড়িগ্রামের একটি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হয়। এসময় পেছনে তাকালেই গুলি করে দেব বলতে থাকে বিএসএফ। ভয়ে আর পেছনে তাকাননি। জাঙ্গলেই কেটেছে ১০ দিন। কিছুই খেতে পাইনি। নদীর পার হয়ে ঢুকলাম বাংলাদেশে। হঠাৎ কুড়িগ্রামের একটি সীমান্তে গ্রামে এসে খাবার পেয়েছি। পরে আবারও সীমান্ত দিয়ে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। বাংলাদেশে এসে ঢাকায় গিয়ে বিভিন্ন কাজ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেউ কাজ দেয়নি। পরে চাঁপাইনবাবগঞ্জে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম। সেখান থেকে আমাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। ১০০ দিন কারাভোগের পরে এখনো বাংলাদেশেই রয়েছি। এখন আমরা ভারতে ফেরত যেতে চাই। কিন্তু কোনো উপায় পাচ্ছি না। তাই ডিসি অফিসে গিয়েছিলাম। সুইটি বিবির ১৫ বছর বয়সি সন্তান কোরবান আলীর ভাষ্য, সীমান্ত এলাকায় তাদের ওপর বিএসএফ সদস্যরা মারধর করেন। দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকতে হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

মাজারগুলোতে যেন মদ-গাঁজার আসর না বসে : সিলেটের ডিসি সারওয়ার

সিলেটের হযরত শাহজালালের (রহ.) মাজারে দানের ডেগ সিলগালা ও নতুন দানবাক্স বসানোর পর এবার হযরত শাহপরাণের (রহ.) মাজারে আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা আনা ও মাজারে মদ-গাঁজার আসর বন্ধে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছেন সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম। শুক্রবার (১৯ জুন) জুমার নামাজের আগে শাহপরাণ মাজার পরিদর্শনে যান ডিসি। পরে তিনি মাজার মসজিদে বক্তৃতা দেন। এসময় মাজারের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে বিভিন্ন নির্দেশনা দেন ডিসি। বক্তব্যে ডিসি সারওয়ার আলম বলেন, "ওলি-আউলিয়ারা এই মাটিতে শুয়ে আছেন। তাদের উসিলায় যে-কোনো বালা-মুসিবত থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। এসব ওলি-আউলিয়াদের মাজার-মসজিদ উন্নয়নে কিছু কাজ করা দরকার। পরিকল্পিত উন্নয়ন দরকার। এসব মাজারকেন্দ্রিক একটা মাস্টারপ্ল্যান করা উচিত। এখানে মেডিকেল সেন্টার থাকবে। নারীদের নামাজ পড়ার ব্যবস্থা থাকবে। নিরাপত্তার যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকবে।„ মাজার কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে জেলা প্রশাসক বলেন, "এই মাজারগুলো পবিত্র স্থান। মাজারগুলোর আয়ের হিসেব স্বচ্ছ থাকতে হবে। স্বচ্ছ না থাকলে মানুষের আস্থা থাকবে না।„ নির্দেশনা দিয়ে ডিসি সারওয়ার আলম বলেন, "এই মাজারগুলোতে যাতে কোনোভাবে মদ-গাঁজার আসর না বসে। এই অভিযোগগুলো আমাদের কাছে প্রায়ই আসে। এসব করা যাবে না। এটি আইনত অপরাধ। মাজারে কেউ অপরাধ করলে তার শাস্তি দিগুণ হবে। আমাদের গোয়েন্দা নজরদারি থাকবে। এর আগে, বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) বিকেলে হজরত শাহজালালের

(রহ.) মাজারের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে দানের তিনটি বড়ো ডেগ সিলগালা করে দেয় জেলা প্রশাসন। এসময় নতুন করে দানবাক্সও বসানো হয়। পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্য আনসার সদস্যও নিয়োজিত করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

ভোলাহাটে পূর্ব শত্রুতার জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, নিহত ১

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাটে পূর্ব শত্রুতার জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আসাদুল হক (৪৫) নামে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (১৯ জুন) সকালে উপজেলার মুশরীভুজা-বটতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আসাদুল হক একই এলাকার ইয়াসিন আলীর ছেলে। স্থানীয়রা জানান, আসাদুল হকের সঙ্গে একই গ্রামের ইলিয়াস আলীর দীর্ঘদিনের বিরোধ চলছিল। এর জেরে শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উভয় পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে আসাদুল হক গুরুতর আহত হলে প্রথমে ভোলাহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের পথে মারা যান। ভোলাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বারিক বলেন, পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

জাতি গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ

জাতি গঠনের জন্য শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। `প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক-বালিকা) ২০২৬, উপলক্ষ্যে শুক্রবার (১৯ জুন) দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ মন্তব্য করেন। তথ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিবরণীতে বাণীটি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতি গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হলো শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ। একটি আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ ও মানবিক প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য পাঠ্যশিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ প্রেক্ষাপটে `প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক-বালিকা) ২০২৬, অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি অবশ্যই ইতিবাচক উদ্যোগ। তারেক রহমান জানান, সরকার `সবার আগে বাংলাদেশ, শীর্ষক নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষাখাতের আধুনিকায়ন ও পরিমার্জন এবং সময়োপযোগী করে তুলতে কাজ করছে। সেজন্য পাঠ্যক্রমে খেলাধুলাও অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। চতুর্থ শ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ফুটবল, ক্রিকেট, দাবা, কারাতে ও সাঁতার এসব খেলা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, `শুধু তাত্ত্বিক নয়, ব্যবহারিক ক্লাস ও মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই ক্রীড়া কার্যক্রমে অংশ নিতে হবে। আমার বিশ্বাস, এর ফলে মাদকাসক্তি, মোবাইল ফোন আসক্তির মতো সামাজিক সমস্যা রুখে দিতে সহায়ক হবে।, তিনি জানান, এরই মধ্যে সরকার `প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক-বালিকা) ২০২৬, নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। নীতিমালা অনুযায়ী, এ টুর্নামেন্টে দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অর্থাৎ ৬৫ হাজার ৫৬৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ৯৯ লাখ ৪৮ হাজার ৯৫৬ জন বালক ও বালিকা (বালক ৪৬ লাখ ৯১ হাজার ৯৯৬ জন ও বালিকা ৫২ লাখ ৫৬ হাজার ৯৬০ জন) উভয় খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী, এ টুর্নামেন্টে বালক ও বালিকা দল সমান সুযোগ নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে। এ বছর সারা দেশে বালক ও বালিকা দল মিলিয়ে মোট ১ লাখ ২৩ হাজার ৯৭৪টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট কলেবর বিবেচনায় বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ফুটবল টুর্নামেন্ট হিসেবে বিবেচিত।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ মানসম্মত ফুটবলার তৈরিতে কার্যকর অবদান রাখবে

প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট শিশুদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা বিকাশের পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে মানসম্মত ফুটবলার তৈরিতে কার্যকর অবদান রাখবে বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। শনিবার (২০ জুন) শুরু হতে যাওয়া `প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক-বালিকা) ২০২৬, উপলক্ষ্যে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী `প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক-বালিকা) ২০২৬, আয়োজনের উদ্যোগকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী সব ক্ষুদে ফুটবলার, কোমলমতি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, আয়োজক, প্রশিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই উষ্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তিনি আরও বলেন, শিশুদের সঠিক শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশ একটি উন্নত, সুস্থ ও মানবিক সমাজ গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত। জাতি গঠনে খেলাধুলার গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে সরকার ক্রীড়াকে পেশা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক খাত হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এরই মধ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রমে চতুর্থ শ্রেণি থেকে খেলাধুলাকে বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা অন্বেষণে নেওয়া হয়েছে `নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস, কর্মসূচি। প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের বৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি খেলাধুলার মানোন্নয়নে প্রতিটি জেলায় স্পোর্টস

ভিলেজ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ সব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে আমাদের শিশুরা সুনাগরিক হয়ে বেড়ে ওঠার পাশাপাশি দেশে একটি সমৃদ্ধ ক্রীড়া সংস্কৃতি গড়ে উঠবে বলে আমি মনে করি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

অক্সিজেন-কুয়াইশ সড়কের সংস্কার শুরু, পরিদর্শনে সিডিএ চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম নগরের অক্সিজেন-কুয়াইশ সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সংস্কারের কাজ শুরু করেছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ)। শুক্রবার (১৯ জুন) ছুটির দিনেও কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন সিডিএ,র চেয়ারম্যান প্রকৌশলী বেলায়েত হোসেন। সিডিএ সূত্রে জানা যায়, সড়কটির বেহাল অবস্থা ও জনভোগান্তির বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন, ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন এবং সংসদ সদস্য (এমপি) হুম্মাম কাদের চৌধুরী সিডিএ চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেন। তারা সড়কটির বিভিন্ন স্থানে তৈরি হওয়া খানাখন্দের কারণে জনদুর্ভোগের বিষয়টি তুলে ধরে দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। এর পরপরই সিডিএ চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। তার নির্দেশনায় শুক্রবার সড়কটির ক্ষতিগ্রস্ত অংশে সংস্কারকাজ শুরু হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

হজ পালন করতে গিয়ে ৫৪ বাংলাদেশির মৃত্যু

পবিত্র হজ পালন শেষে এখন পর্যন্ত সৌদি আরব থেকে মোট ৬০ হাজার ৫৮৮ জন বাংলাদেশি হাজি দেশে ফিরেছেন। আর হজ পালন করতে গিয়ে এ পর্যন্ত ৫৪ জন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। হজ অফিসের তথ্য অনুযায়ী, ১৫২টি ফিরতি ফ্লাইটে তারা দেশে ফিরেছেন। এর মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ৭৬টি, সৌদিয়া এয়ারলাইন্স ৫৪টি এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স ২২টি ফ্লাইট পরিচালনা করেছে। হজ অফিস জানায়, সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার ৩১৯ জন এবং বেসরকারি ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে ৫৬ হাজার ২৬৯ জন হাজি দেশে ফিরেছেন। এয়ারলাইন্সভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ৭৬টি ফ্লাইটে ২৬ হাজার ৮৬৮ জন, সৌদিয়া এয়ারলাইন্সের ৫৪টি ফ্লাইটে ২১ হাজার ৪৫ জন, ফ্লাইনাসের ২১টি ফ্লাইটে ৮ হাজার ৬৭২ জন এবং অন্যান্য এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে ৪ হাজার ৩ জন হাজি দেশে ফিরেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

গুলিস্তানে আবাসিক হোটেল থেকে সৌদি প্রবাসীর মরদেহ উদ্ধার, তরুণী আটক

রাজধানীর গুলিস্তানে এক আবাসিক হোটেল থেকে আল আমিন (৪০) নামের এক সৌদি প্রবাসীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এক তরুণীকে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার (১৯ জুন) দুপুরে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আল আমিন গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার বাহাদুর রাস্তা এলাকার ফেরদৌস উদ্দীনের ছেলে। ওই হোটেলের হোটেল বয় হানিফ বলেন, আজ সকালে গুলিস্তানের রমনা ভবনের হোটেল রমনা আবাসিকের নয়তলার এক কক্ষ ভাড়া নেন আল আমিন। এসময় তার সঙ্গে এক তরুণী ছিলেন। সৌদি আরব থাকা অবস্থায় ওই তরুণীর সঙ্গে তার পরিচয় হয় বলে জানা গেছে। আটক ওই তরুণীর দাবি, আল আমিন ওয়াশরুমে যাওয়ার পর হঠাৎ পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পান। পরে গিয়ে দেখেন, ওয়াশরুমের দরজা খোলা এবং আল আমিন মেঝেতে পড়ে আছে। এসময় তার চিৎকারে হোটেলের বয় হানিফসহ কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসে এবং তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আল আমিনকে মৃত ঘোষণা করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ বক্সের ইনচার্জ পরিদর্শক মোহাম্মদ ফারুক বলেন, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় ওই তরুণীকে আটক করে পল্টন থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

মোহাম্মদপুরে বাসার নিচে দাঁড়িয়ে থাকা বিএনপি নেতাকে কোপালো দুর্বৃত্তরা

রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে মোহাম্মদ নূর ইসলাম (৫৫) নামের বিএনপির এক নেতা গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মোহাম্মদপুর থানাধীন ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলে জানা গেছে। শুক্রবার (১৯ জুন) বেলা আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করানো হয়। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন। নূর ইসলামকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন তার ভাতিজা ইয়াসিন। তিনি জানান, মোহাম্মদপুর সাত মসজিদ হাউজিংয়ের ৪ নম্বর রোডে অবস্থিত বাসার নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন নূর ইসলাম। বেলা আড়াইটার দিকে মোটরসাইকেলে আসা ৫-৬ জন দুর্বৃত্ত নূর ইসলামকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায়। এতে তার মুখের বাম পাশ, কাঁধ ও বাম হাতে গুরুতর জখম হয়। খবর পেয়ে নূর ইসলামকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়। ইয়াসিন আরও জানান, নূর ইসলামের গ্রামের বাড়ি ভোলা জেলার লালমোহন থানার মহিশখালী এলাকায়। তিনি ওই এলাকার

ওয়াজেদ আলীর ছেলে। বর্তমানে মোহাম্মদপুর সাত মসজিদ হাউজিংয়ের ৪ নম্বর রোডের একটি বাসায় থাকেন তারা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার ১৯

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৯ জনকে গ্রেফতার করেছে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ। শুক্রবার (১৯ জুন) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য নিশ্চিত করেন। যাত্রাবাড়ী থানার বরাত দিয়ে নিয়াজ মেহেদী বলেন, বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৯ জনকে গ্রেফতার করে। এ সময় তাদের হেফাজত থেকে ২টি 'TAURUS' ব্র্যান্ডের পিস্তল, ৪টি ম্যাগজিন এবং ৭৭ রাউন্ড তাজা গুলি, ৫৯ গ্রাম হেরোইন এবং হেরোইন প্রস্তুতের কাজে ব্যবহৃত ৮৭ গ্রাম `মেডি,, মাদক বিক্রয়ের নগদ ২২ হাজার ৯৬০ টাকাসহ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৪টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

বাঁশখালীতে আগুনে পুড়লো পাঁচ বসতঘর

চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় অগ্নিকাণ্ডে পাঁচটি বসতঘর পুড়ে গেছে। শুক্রবার (১৯ জুন) ভোরে উপজেলার শীলকূপ ইউনিয়নের পশ্চিম মৃনকিরচর এলাকার মহির পুকুরপাড়ে এ ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা হলেন মুহাম্মদ জাফর আহমদ, পারেসুল আলম, অছিউর রহমান, মোহাম্মদ তৌহিদুর রহমান ও মোজাফফর আহমদ। স্থানীয় ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সদস্যরা জানান, ভোর চারটার দিকে মোজাফফর আহমদের ঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে তা দ্রুত পাশের ঘরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। এতে পাঁচটি বসতঘর পুড়ে যায়। খবর পেয়ে বাঁশখালী ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এর আগেই ঘরগুলোতে থাকা আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল পুড়ে যায়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

গণভোটের রায় বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে : মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এমপি বলেছেন, জনগণের ভোটাধিকার ও গণভোটের রায় বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিক-জনতার আন্দোলন চলবে। সরকার জনগণের রায়কে সম্মান না করলে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। শুক্রবার (১৯ জুন) চট্টগ্রাম নগরের ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরের ইউনিট প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, দেশের কল্যাণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী আদর্শ অনুসরণের বিকল্প নেই। শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি। একইসঙ্গে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় সংগঠিত শক্তি গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রস্তাবিত বাজেট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাজেটকে আরও জনবান্ধব ও শ্রমিকবান্ধব করা প্রয়োজন। বেকারত্ব দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তবে সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হবে বলেও উল্লেখ করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

অস্ত্র-মাদকসহ গ্রেফতার `অটো সজল, দুই মামলায় ৫ দিনের রিমান্ডে

রাজধানীর অস্ত্র ও মাদক চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার সজল ওরফে `অটো সজল, এবং তার তিন সহযোগীর ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। শুক্রবার (১৯ জুন) তাদের ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে অস্ত্র আইনের মামলায় ৭ দিন এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় আরও ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান অস্ত্র মামলায় ৪ দিন ও মাদক মামলায় একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রিমান্ডে পাঠানো অন্য তিন আসামি হলেন বাপ্পী, হানিফ ও মোছা. শামসুন্নাহার। গেন্ডারিয়া থানার আদালতের সাধারণ নিবন্ধন শাখার কর্মকর্তা ও পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মশিউর রহমান সোহান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মামলার তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) রাতে রাজধানীর সায়েদাবাদ এলাকায় অভিযান চালিয়ে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ সজল ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার করে। অভিযানের সময় তাদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, হেরোইন এবং নগদ অর্থ জব্দ করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সজল পুলিশকে জানান, স্বামীবাগ এলাকার একটি ভাড়া বাসায় তিনি অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন। পরে ওই তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দুটি পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন, ৭৭ রাউন্ড তাজা গুলি, ৫৯ গ্রাম হেরোইন, হেরোইন প্রস্তুতে ব্যবহৃত ৮৭ গ্রাম `মেডি,, মাদক বিক্রির ২২ হাজার ৯৬০ টাকা এবং চারটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। পুলিশের দাবি, সজল দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অস্ত্র সরবরাহ ও মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

এবার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের নামে স্কুলের নামকরণের প্রস্তাব

নিজের নামে নতুন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরণ না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। এ বিষয়ে গত ১ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিবের কাছে তিনি একটি আধা-সরকারি (ডিও) পত্র পাঠান। পত্রে প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কিছু ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তার নামে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরণের অপচেষ্টা ও প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন, যা তার কাছে অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত। তিনি মনে করেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, পরিচিতি ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখাই অধিকতর সমীচীন। তবে প্রতিমন্ত্রীর এমন স্পষ্ট আপত্তির পরও তার নির্বাচনি এলাকা বগুড়ার শিবগঞ্জে একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবের খবর পাওয়া গেছে। শুক্রবার (১৯ জুন) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ৯ জুনের একটি সরকারি চিঠি ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়দের মাঝে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়। গত ৯ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বেসরকারি মাধ্যমিক-১ শাখা থেকে জারি করা ওই স্মারকে দেখা যায়, শিবগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে `শিবগঞ্জ মীর শাহে আলম পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, করার একটি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ওই চিঠিতে নাম পরিবর্তনের বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করে সুনির্দিষ্ট মতামত ও যৌক্তিকতাসহ প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রতিমন্ত্রীর ডিও লেটার পাঠানোর মাত্র কয়েকদিনের মাথায় তার নামে এই নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবের চিঠিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ায় নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

মুগদা থানা পুলিশের অভিযান, গ্রেফতার ১৫

রাজধানীর মুগদা থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৫ জনকে গ্রেফতার করেছে মুগদা থানা পুলিশ। শুক্রবার (১৯ জুন) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মুগদা থানার বরাত দিয়ে নিয়াজ মেহেদী বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) মুগদা থানা পুলিশ এই থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৫ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, সতর্ক অবস্থানে পুলিশ

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঘিরে কোনো ধরনের শঙ্কা নেই। তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সতর্ক থাকবে। আজ শুক্রবার সকালে রাজধানীর মিন্টো রোডের ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার এস এন নজরুল ইসলাম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঘিরে যাতে সংগঠনটি কোনো সভা, সমাবেশ ও মিছিল করতে না পারে, সেজন্য সতর্ক অবস্থানে পুলিশ। চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পোশাকের পাশাপাশি, সাদা পোশাকেও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে দেশে আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধ আছে। ডিএমপির এই কর্মকর্তা বলেন, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা করতে দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, নগরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অতীতের মতোই প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে চেকপোস্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। সন্ত্রাসী, মাদক কারবারি ও চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ আসাদ)

শুধু উচ্চশিক্ষা দিয়ে দেশে `বেকারত্বের কারখানা, তৈরি করা যাবে না : শিক্ষামন্ত্রী

প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ ও পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ডিজিটাল মাধ্যমে নকলের সাজার বিধান যুক্ত করে `পাবলিক পরীক্ষা আইন, মন্ত্রিসভায় পাস হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। শুক্রবার সকালে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে রোটারি বাংলাদেশ আয়োজিত `লিডার্স ট্রেনিং সেমিনার, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ তথ্য জানান। সবাইকে শুধু উচ্চশিক্ষা দিয়ে দেশে `বেকারত্বের কারখানা, তৈরি করা যাবে না উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা বিশ্বমঞ্চে নেতৃত্ব দিতে পারে। সরকার সেভাবেই শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাচ্ছে। বর্তমান সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তিনি জানান, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, আগামীতে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই পাঠ্যবইয়ে কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার। শুধুমাত্র অনার্স-মাস্টার্স বা উচ্চশিক্ষার পেছনে না ছুটে তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করাই প্রধানমন্ত্রীর মূল লক্ষ্য।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ আসাদ)

শিগ্‌গিরই চালু হচ্ছে ৫টি বিশেষায়িত শিশু হাসপাতাল, থাকবে আইসিইউ ইউনিটও

আগামী ছয় মাসের মধ্যে খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও রাজশাহী বিভাগে এবং কুমিল্লা জেলায় একটি করে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট বিশেষায়িত শিশু হাসপাতাল চালু করতে যাচ্ছে সরকার। এর মধ্যে বরিশাল ও খুলনা বিভাগের হাসপাতাল দুটি আগস্টের প্রথম দিকে চালুর সকল প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, প্রতিটি হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট সুবিধা, কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের সুযোগ রাখা হবে। পাশাপাশি বড়ো পরিসরের আইসিইউ ইউনিটও থাকবে হাসপাতালগুলোতে। এসব হাসপাতালের আসবাবপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ের দরপত্র প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে হাসপাতালগুলোর কার্যক্রম উদ্‌বোধন করা হবে। পুরোদমে কার্যক্রম চালুর জন্য প্রতিটি হাসপাতালে ১ হাজার ৪৭৫ জন জনবলের প্রয়োজন হবে। প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ নিশ্চিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দিয়েছেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন ইতোমধ্যে খুলনা, বরিশাল ও কুমিল্লা গিয়ে হাসপাতাল ভবনগুলো পরিদর্শন করেছেন। বরিশাল শিশু হাসপাতাল পরিদর্শনকালে তিনি আগামী আগস্টের শুরুতে হাসপাতালটি চালুর ঘোষণা দেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, নিউনেটাল ভেন্টিলেটর, সিটি স্ক্যান, এক্সরে মেশিন, পোর্টেবল এক্স-রে, মাল্টি প্যারামিটার বা কার্ডিয়াক মনিটর, ফটোথেরাপি মেশিনসহ ২০০ বেডের শিশু হাসপাতাল চালু করতে যে-সব যন্ত্রাংশ প্রয়োজন, সেগুলো জুলাইয়ের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হবে। আগামী ১ আগস্ট হাসপাতালটি উদ্‌বোধন করা হবে। এর আগে, গত ১০ মে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে দেশের ছয় বিভাগে অব্যবহৃত পড়ে থাকা ছয়টি শিশু হাসপাতাল দ্রুত চালুর নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হাসপাতালগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করে আগামী ২ জুনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলেরও নির্দেশ দেন। মূলত এর পরই হাসপাতালগুলো চালুর তোড়জোড় শুরু হয়। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বাসসকে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আগামী ছয় মাসের মধ্যে দেশের পাঁচ বিভাগে একটি করে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট শিশু হাসপাতাল চালু হচ্ছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এসব হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রের (আইসিইউ) ব্যবস্থাও থাকবে। তিনি আরও বলেন, এই পাঁচটি হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় ফার্নিচার ও যন্ত্রপাতির টেন্ডার ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি হাসপাতালে ১ হাজার ৪৭৫ জন করে জনবল প্রয়োজন। পূর্ণ জনবল বরাদ্দ করার জন্য ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী জনপ্রশাসন মন্ত্রীকে নির্দেশনা দিয়েছেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ আসাদ)

মেহেরপুর সীমান্তে বিএসএফের `পুশ-ইনের, চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল বিজিবি

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা সীমান্তের খালপাড়া এলাকা দিয়ে চারজনকে বাংলাদেশে `পুশ-ইনের, চেষ্টা চালিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বিজিবি কঠোর অবস্থানের মুখে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। শুক্রবার ভোরে সীমান্তের শূন্যরেখার কাছে এ ঘটনা ঘটে। বিজিবি ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ভোরের দিকে সীমান্ত এলাকায় সন্দেহজনক নড়াচড়া দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা বিজিবিকে বিষয়টি অবহিত করেন। খবর পেয়ে বিজিবির সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে অবস্থান নেন এবং সীমান্তে সতর্কতা জোরদার করেন। এ সময় সীমান্তের শূন্যরেখার কাছে চারজন ব্যক্তিকে অবস্থান করতে দেখে বিজিবি। বিজিবির কড়া অবস্থানের কারণে বিএসএফ তাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করাতে পারেনি। পরে ওই চারজনকে সীমান্ত এলাকা থেকে সরিয়ে নেয় বিএসএফ। সূত্র জানায়, চারজনের মধ্যে একজন পুরুষ ও তিনজন নারী ছিলেন। তবে তাদের পরিচয়, জাতীয়তা কিংবা কী উদ্দেশ্যে সীমান্তে আনা হয়েছিল, সে বিষয়ে এখনো কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ আসাদ)

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে জোরালো বৈশ্বিক পদক্ষেপের আহ্বান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর

বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সমুন্নত রাখা এবং মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনে আরও জোরালো বৈশ্বিক পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত ২০২৬ সালের ইকোসক হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্স সেগমেন্টে উচ্চপর্যায়ের প্যানেল আলোচনায় বক্তব্যকালে তিনি এ আহ্বান জানান। শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সংঘাত প্রতিরোধে অধিক বিনিয়োগ এবং মানবিক, শান্তি ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি নারী ও কিশোরীদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিনির্ভর হয়রানি ও অপব্যবহারের বিষয়টিও তুলে ধরেন। এ ধরনের হুমকি মোকাবিলায় একটি বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন শামা ওবায়েদ। প্রতিমন্ত্রী রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের সহায়তায় চলমান অর্থায়ন সংকটের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করে দ্রুত মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের আহ্বান জানান। দীর্ঘায়িত রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের নিজ মাতৃভূমিতে নিরাপদ, স্বেচ্ছায়

এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনই এই সমস্যার একমাত্র টেকসই সমাধান। অনুষ্ঠানের ফাঁকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ভিয়েতনামের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. নগুয়েন মিন ভু-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে উভয়পক্ষ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ আসাদ)

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে শিক্ষকদের সতর্ক করল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে শিক্ষকদের সতর্ক করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কটূক্তি, অপপ্রচার এবং আপত্তিকর পোস্টের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে-সব শিক্ষক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছেন, তাদের চিহ্নিত করে জরুরি ভিত্তিতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা থেকে বৃহস্পতিবার জারি করা এক নির্দেশনায় এ তথ্য জানানো হয়। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রণীত `সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা-২০১৯, অনুসরণ করা সকল সরকারি কর্মচারীর জন্য বাধ্যতামূলক। অধিদপ্তর জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন পোস্ট ও মন্তব্য করছেন, যা নির্দেশিকার পরিপন্থি। এসব পোস্টের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ। নির্দেশনায় আরও উল্লেখ করা হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকার, সরকারি দপ্তর কিংবা সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কটূক্তি, অপপ্রচার, বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার বা আপত্তিকর পোস্ট দেওয়া এবং সেসব পোস্ট শেয়ার করাও সরকারি চাকরির আচরণবিধির লঙ্ঘন। এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে `সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা, ২০১৮, অনুযায়ী অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করা হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য গঠিত মনিটরিং কমিটিগুলোকে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব কমিটিকে প্রতি মাসে অন্তত একটি সভা করে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শিক্ষকদের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ আসাদ)

ইতোমধ্যে সরকার অনেকগুলো অঘটন ঘটিয়ে ফেলেছে : জামায়াত আমির

দেশে একদলীয় শাসন কায়েমের চেষ্টা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াত আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। শুক্রবার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর ঐতিহাসিক কর্মী সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন। জামায়াতের আমির বলেন, ইতোমধ্যে সরকার অনেকগুলো অঘটন ঘটিয়ে ফেলেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ, ইসলামী ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংকের দিকে কালো হাত বাড়ানো, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগ্য ভিসিদের সরিয়ে দলের একান্ত অনুগত কর্মীদের ভিসি হিসেবে নিয়োগ এবং জেলা পরিষদের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিজেদের দলীয় ক্যাডারদের প্রশাসক হিসেবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে বাংলাদেশে একদলীয় শাসন কায়েমের চেষ্টা চলছে। গণভোটের রায় নিয়ে তিনি বলেন, আমরা সংসদে নোটিশ দিয়ে ৬৮ বিধিতে আলোচনা করেছিলাম। গণভোট যাতে হারিয়ে না যায় এবং গণভোটকে যেন সম্মান দেখানো হয়, সে কথা বলেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, যারা জনগণের রায়কে সম্মান করে না, তারা কখনও গণতন্ত্রপন্থি হতে পারে না। তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্রের দাবি হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়কে সম্মান করা। যেহেতু প্রায় ৭০ শতাংশ জনগণ গণভোটে `হ্যাঁ,-এর পক্ষে ভোট দিয়েছে, অতএব সরকারকে সংস্কার প্রস্তাবের সব বিষয় বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, গণভোট মেনে নিন, মানুষের রায়ের প্রতি সম্মান দেখান। না হলে মনে রাখবেন, মানুষের রায়কে উপেক্ষা করে জোর করে যদি শাসনব্যবস্থা চালাতে চান, তাহলে এই জনগণ আপনাদের সামনে হিমালয় পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে যাবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ আসাদ)

শিক্ষা খাত আধুনিকায়নে কাজ করছে সরকার : প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষা খাত আধুনিকায়ন ও পরিমার্জন এবং সময়োপযোগী করে তুলতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য `প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট- ২০২৬, উপলক্ষ্যে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ কথা বলেন। এই আয়োজন অবশ্যই ইতিবাচক উদ্যোগ বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সরকার `সবার আগে বাংলাদেশ, শীর্ষক নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষা খাতের আধুনিকায়ন ও পরিমার্জন এবং সময়োপযোগী করে তুলতে কাজ করছে।„ এরই অংশ হিসেবে পাঠ্যক্রমে খেলাধুলাও অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। চতুর্থ শ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ফুটবল, ক্রিকেট, দাবা, কারাতে ও সাঁতার এসব খেলা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তারেক রহমান বলেছেন, `জাতি গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হলো শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ। একটি আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ ও মানবিক প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য পাঠ্য বিষয় শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও সৃজনশীল

কর্মকাণ্ডে গুরুত্ব অনস্বীকার্য।, শুধু তাত্ত্বিক নয়, ব্যবহারিক ক্লাস ও মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই ক্রীড়া কার্যক্রমে অংশ নিতে হবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, `আমার বিশ্বাস, এর ফলে মাদকাসক্তি, মোবাইল ফোন আসক্তির মতো সামাজিক সমস্যা রুখে দিতে সহায়ক হবে।, বাণীতে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এ টুর্নামেন্টে বালক ও বালিকা দল সমান সুযোগ নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে। এ বছর সারা দেশে বালক ও বালিকা দল মিলিয়ে মোট ১ লাখ ২৩ হাজার ৯৭৪টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট কলেবর বিবেচনায় বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ফুটবল টুর্নামেন্ট হিসেবে বিবেচিত। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ আসাদ)

তিস্তা মহাপরিকল্পনা সারা দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ : পানিসম্পদমন্ত্রী

তিস্তা নদী অববাহিকায় পরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ ও ড্রেজিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা গেলে স্থানীয় জনগণকে নদীভাঙন ও বন্যার ক্ষতি থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি। তিনি বলেন, সরকারের উচ্চপর্যায়ের নির্দেশনায় সমন্বিতভাবে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার দুপুরে লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার তিস্তা ব্যারাজ এলাকা পরিদর্শন শেষে অবসর রেস্ট হাউসে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন পানিসম্পদমন্ত্রী। মন্ত্রী বলেন, পরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ ও নদী ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে তিস্তা অঞ্চলের জনগণকে নদীভাঙন ও বন্যার ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো সমন্বিতভাবে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, উজানের গজলডোবা থেকে পানির প্রবাহের কারণে তিস্তার দুই পাড়ে ব্যাপক ভাঙন দেখা দিচ্ছে এবং অনেক এলাকায় বসবাস ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ সমস্যা সমাধানে পরিকল্পিত নদীশাসন ও ড্রেজিং অত্যন্ত জরুরি। শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, তিস্তা অববাহিকার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় "তিস্তা মহাপরিকল্পনা„ এখন সময়ের দাবি এবং এটি শুধু স্থানীয় নয়, জাতীয় পর্যায়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে টেকনিক্যাল টিমসহ তারা মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন করছেন এবং প্রকল্পটি ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রী আরও বলেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়নে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে, তবে এর সুফল হবে দীর্ঘমেয়াদি ও অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক। তার মতে, তিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পাঁচ জেলার কৃষি ও অর্থনীতি নতুনভাবে গতি পাবে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ আসাদ)

ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর পেজ থেকে জুয়ার বিজ্ঞাপন, হ্যাকের অভিযোগ

ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হকের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে শুক্রবার বিকেলে ধারবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার বিজ্ঞাপন পোস্ট করা হয়েছে। কয়েকটি বিজ্ঞাপন রিমুভ করার পর, আবারও পোস্ট করা হয়। এ বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী সমকালকে জানান, তার পেজটি হ্যাক হয়েছে। তিনি আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন। শুক্রবার বিকেল সাড়ে ছয়টার দিকে Aminul Haque নামে প্রতিমন্ত্রীর ভেরিফায়েড পেজ থেকে জুয়ার পোস্ট করা শুরু হয়। পর পর চারটি বিজ্ঞপন পোস্ট করার পর তা মুছে ফেলা হয়। পরবর্তীতে বিকেল ৬টা ৩৭ মিনিটে আবার তিনটি বিজ্ঞাপন পোস্ট করা হয়। এসব পোস্টে ইংরেজি এবং তুর্কি বর্ণমালায় জুয়ার প্রচার চালানো হয়। এরপর প্রতিমন্ত্রীর পেজটি ডিঅ্যাক্টিভিট করা হয়। সাইবার সুরক্ষা আইন অনুযায়ী, জুয়ার বিজ্ঞাপন প্রচার নিষিদ্ধ। আইনের ২০ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি সাইবার স্পেসে জুয়া খেলার পোর্টাল, অ্যাপস বা ডিভাইস তৈরি করেন বা পরিচালনা করেন বা জুয়া খেলায় অংশগ্রহণ করেন বা খেলায় সহায়তা বা উৎসাহ প্রদান করেন বা উৎসাহ প্রদানে বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রচার বা বিজ্ঞাপিত করেন, তা হবে অপরাধ। আইনানুযায়ী এই অপরাধের সাজা অনধিক দুই বছর কারাদণ্ড অথবা এক কোটি টাকা জরিমানা। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশ সীমান্তে কৃষকদের বিক্ষোভের মুখে শুভেন্দু সরকার ও বিএসএফ

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রথম এক মাসেই বিএসএফের হাতে ১২০ একর জমি তুলে দিয়েছেন। ধাপে ধাপে ৬০০ একর জমি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে মুর্শিদাবাদ জেলায় এই জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে রাজ্য প্রশাসন ও বিএসএফ স্থানীয় কৃষকদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়েছে। মুর্শিদাবাদে জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে কী ধরনের সমস্যার মুখে পড়েছে প্রশাসন এবং কেন এই জমি অধিগ্রহণ বন্ধ করা উচিত, তা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দেশটির মানবাধিকার সংগঠন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি। এপিডিআরের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক রাহুল চক্রবর্তী প্রতিবেদনটি চিঠির আকারে জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠিয়েছেন। সংগঠনটির তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ৩১ মে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকের ঘোষপাড়া সর্বপল্লী ভূতগাড়ির মাঠে কৃষকদের তিন ফসলি জমি অধিগ্রহণ করতে যায় বিএসএফ। কৃষকরা এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ দেখান এবং সংলগ্ন সড়ক অবরোধ করেন। পুলিশ ও বিএসএফ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে এলে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসন জমি দখল না করার মৌখিক আশ্বাস দিলে কৃষকরা অবরোধ তুলে নেন। এই ঘটনার পর এপিডিআরের একটি প্রতিনিধি দল মাঠ ও সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলো পরিদর্শন করে কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে। পরিদর্শন শেষে মানবাধিকার কর্মীরা জানান, ভুতগাড়ির মাঠের ১৫ হাজার বিঘা তিন ফসলি জমির ওপর পাঁচটি গ্রামের প্রায় তিন হাজার মানুষ

নির্ভরশীল। অত্যন্ত উর্বর এই জমিতে সারা বছর পাট, গম, পেঁয়াজসহ বিভিন্ন ধরনের সবজির বাম্পার ফলন হয়। এখানে মাঠের কৃষকদের নিজস্ব জমির পরিমাণ খুব বেশি নয়। কারও এক বিঘা, কারও দেড় বিঘা আবার কারও মাত্র দুই বিঘা জমি রয়েছে। মূলত বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে বংশানুক্রমিকভাবে তারা এই জমিতে চাষাবাদ করে আসছেন। সরকারি খাতায়ও এই জমির সব তথ্য বৈধভাবে নথিভুক্ত রয়েছে। স্থানীয় জলঙ্গি নদীর ব্যাপক ভাঙনে ইতোমধ্যে এলাকার অনেক উর্বর কৃষিজমি নদীতে তলিয়ে গেছে। নদীভাঙনে সর্বস্ব হারানোর পর এখন এই মাঠের শেষ সম্বলটুকু চলে গেলে কৃষকরা পথে বসবেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ আসাদ)

বগুড়ার সেই দুই ইউনিয়নের নাম পরিবর্তনের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

বগুড়ার মোকামতলা উপজেলার নতুন গঠিত `সীমান্ত, ও `দিগন্ত, ইউনিয়নের নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে। বগুড়ার জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসকের বরাত দিয়ে আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় বিএনপির মিডিয়া সেল এ তথ্য জানিয়েছে। মিডিয়া সেল জানায়, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন দুটির নাম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। নতুন নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের মতামত, এলাকার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ভৌগোলিক পরিচিতিকে গুরুত্ব দিয়ে পুনরায় গণশুনানি করা হবে। এরপর যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নতুন নাম চূড়ান্ত করে তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গত ১১ জুন বগুড়া জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে শিবগঞ্জ উপজেলার পাঁচটি এবং মোকামতলা উপজেলার আটটি ইউনিয়নের প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠন করা হয়। এর মাধ্যমে শিবগঞ্জে 'মীরবাড়ি ইউনিয়ন' এবং মোকামতলায় 'সীমান্ত', 'দিগন্ত' ও 'স্বর্ণগ্রাম' নামে চারটি নতুন ইউনিয়ন গঠন করা হয়। মূলত ময়দানহাট্টা ইউনিয়ন ভেঙে স্বর্ণগ্রাম, সৈয়দপুর ইউনিয়ন ভেঙে সীমান্ত এবং দেউলী ইউনিয়ন ভেঙে দিগন্ত ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছিল। নতুন ইউনিয়নগুলোর নামকরণ নিয়ে শুরু থেকেই ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী এবং বগুড়া-২ আসনের সংসদ সদস্য মীর শাহে আলমের পৈতৃক বাড়ির নাম অনুসারে `মীরবাড়ি, এবং তার দুই ছেলে মীর সীমান্ত ও মীর দিগন্তের নাম অনুসারে `সীমান্ত, ও `দিগন্ত, ইউনিয়নের নাম রাখা হয়েছে। এ ছাড়া পরিবারের সদস্যদের নামে `স্বর্ণগ্রাম, ইউনিয়নের নামকরণ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি জাতীয় সংসদেও সমালোচনার জন্ম দেয়। তবে প্রতিমন্ত্রী শাহে আলম দাবি করেন, উপজেলা প্রশাসন গণশুনানির মাধ্যমে নামগুলো নির্ধারণ করেছে এবং ভৌগোলিক কারণে রাখা নামগুলো কাকতালীয়ভাবে তার সন্তানদের নামের সঙ্গে মিলে গেছে। উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, গত ৩ জুন শিবগঞ্জ উপজেলার এক সভায় উপজেলা বিএনপির এক নেতাসহ কয়েকজন নামকরণের প্রস্তাব দিলে প্রশাসন তা জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠায় এবং পরবর্তীতে গেজেট জারি করা হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ আসাদ)

খেলতে গিয়ে পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় নানাবাড়িতে বেড়াতে এসে খেলার সময় পুকুরের পানিতে ডুবে আব্দুর রহমান (৮) ও আব্দুর রহিম (৩) নামে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে উপজেলার ভেচকি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দুই সহোদর মায়ের সঙ্গে খাগড়াছড়ি থেকে মঠবাড়িয়ার ভেচকি গ্রামে নানাবাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। সন্ধ্যায় বাড়ির পাশে খেলার সময় হঠাৎ নিখোঁজ হয় দুই ভাই। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে বাড়ির পুকুর থেকে তাদের অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে দ্রুত মঠবাড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ আসাদ)

জোট ছাড়াই স্থানীয় সরকার নির্বাচনে লড়ার প্রস্তুতি এনসিপির

আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক জোটের অধীনে নয়, বরং এককভাবে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তরুণদের নেতৃত্বাধীন দল জাতীয় নাগরিক পার্টি। দলের সাংগঠনিক ভিত্তি তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত মজবুত করতেই এমন কৌশল নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শীর্ষ নেতারা। তবে এই পদক্ষেপে ভোট বিভাজনের কারণে কিছু আসনে জয়ের সম্ভাবনা কমে যাওয়ার ঝুঁকিও দেখছে দলটি। রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের মাত্র এক বছরের মাথায় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে ছয়টি আসনে জয়লাভ করে এনসিপি। সেই নির্বাচনের পর দলটি এখন তাদের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। এর অংশ হিসেবে সারা দেশে ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত কমিটি গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের মতে, নির্বাচনের আগের চেয়ে দলের বর্তমান সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও বেশি গতিশীল। তৃণমূলের কাঠামো প্রসঙ্গে তিনি জানান, যে-সব এলাকায় দলের কোনো অস্তিত্ব নেই, সেখানে নতুন করে কমিটি গঠন করা হচ্ছে। পাশাপাশি পুরোনো কমিটিগুলোর কর্মক্ষমতা ও কার্যক্রম মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সংস্কারও আনা হচ্ছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৬.২০২৬ আসাদ)

BBC

US-IRAN TALKS POSTPONED AS VANCE PULLS OUT OF SWITZERLAND TRIP

A new round of direct talks between the US and Iran have been postponed after Vice-President JD Vance delayed a planned trip to Switzerland. The White House announced late on Thursday that Vance would not be travelling to the talks and said the logistics had not been "simple or predictable". It comes a day after the US dropped its naval blockade of Iran after the two countries signed a deal aimed at ending the conflict. While the deal also said fighting should end in Lebanon, the country's health ministry said Israeli strikes had killed at least 18 people in the south overnight. Negotiators had been due to meet for what US officials described as "technical discussions" on the next steps of the agreement signed earlier this week. (BBC News Web Page: 19/06/26, FARUK)

LEBANON SAYS ISRAELI STRIKES KILL 18 AS ISRAEL SAYS FOUR SOLDIERS KILLED BY HEZBOLLAH

At least 18 people have been killed in southern Lebanon following a series of Israeli air strikes overnight, the country's health ministry has said - while the Israeli military says four of its soldiers were also killed. The Israel Defense Forces (IDF) said it had struck 80 targets linked to the Iran-backed armed group Hezbollah and killed "dozens" of its members. It comes a day after the US and Iran signed a deal aimed at ending the conflict in the Middle East, including a permanent cessation of hostilities in Lebanon. Both Israel and Hezbollah have carried out strikes against each other since the agreement was announced, raising questions about the future of the truce between the US and Iran.
(BBC News Web Page: 19/06/26, FARUK)

ZIMBABWE MPs PASS BILL TO EXTEND PRESIDENT'S TIME IN POWER

Zimbabwe's lower house of parliament has passed a bill to extend presidential terms from five to seven years, which would allow President Emmerson Mnangagwa to remain in power until 2030. More than 200 lawmakers voted in favour of the draft legislation on Thursday, surpassing the vote threshold required for a two-thirds majority to amend the constitution. The bill also scraps direct presidential elections, with future presidents chosen by parliament. The bill now heads to the senate, where it is also expected to secure approval, before being enacted by the president. (BBC News Web Page: 19/06/26, FARUK)

THIRTY-FIVE KILLED AS GUNMEN ATTACK NIGER'S BIGGEST AIRPORT

THIRTY-FIVE people have been killed after gunmen struck Niger's largest airport on Thursday, officials say - the second attack in less than five months. Residents in the predominantly Muslim country told the BBC they had just finished their morning prayers when explosions and gunshot sounds rang out from Diori Hamani international airport, located in the capital, Niamey. Niger's defence ministry said the fatalities comprised 22 assailants, 11 soldiers, and two civilians. On Thursday evening, al-Qaeda affiliate Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) said it had carried out the attack. Niger has been fighting an Islamist insurgency for a decade and in January, an organization linked to the Islamic State group claimed responsibility for an attack on the same airport.
(BBC News Web Page: 19/06/26, FARUK)

THOUSANDS KILLED IN US-ISRAELI WAR ON IRAN - BUT EXPERTS SAY TRUE TOTAL MAY NEVER BE KNOWN

Thousands of people have been killed across the Middle East since the US-Israeli war with Iran began in February, official figures show, with a deal now agreed to end the war. More than 7,300 people have been killed in Iran and Lebanon since 28 February, according to official casualty reports from those countries. Among them are hundreds of children and dozens of healthcare workers. Scores more people have been killed across the wider region. However, some analysts say the figures are almost certainly an undercount and experts told BBC Verify that internet, media and government restrictions - coupled with unreliable figures due to the presence of armed groups in some areas - have hampered reporting. Dr Iain Overton - executive director at the UK-based charity Action on Armed Violence - said the conflict being fought across multiple countries means casualty figures "are often incomplete, delayed or impossible to independently verify". He added that "the final death toll will likely remain contested" for years after the conflict ends.
(BBC News Web Page: 19/06/26, FARUK)

INDIA'S CASH TRANSFER BOOM GIVES RELIEF TO THE POOR BUT STRAINS BUDGETS

The world's fastest growing major economy is increasingly dependent on dole to keep its poorest people out of desperate poverty. Over the past decade, government cash transfers, particularly directed at women and farmers, have emerged as a major welfare tool for poverty eradication in India. Federal and state allocations for such schemes grew more than 20 times from under $2bn in 2015 to nearly $30bn, according to data from ProjectDEEP, an organization that works on cash-based policies across the country. They now constitute just under 1% of India's GDP and over 10% of its social sector spending, and this growth outpaces spending increases on flagship social schemes that guarantee food security and employment. The trend is widespread. (BBC News Web Page: 19/06/26, FARUK)

TRUMP HINTS AT NEW APPROACH TO NORTH KOREA'S NUCLEAR PROGRAMME

United States President Donald Trump intends to shift his focus to North Korea's nuclear programme now that Washington has reached an agreement with Iran, South Korea's president has said. Lee Jae Myung said in a news conference that Trump told him on Friday at a G7 dinner that "the time had come to pay attention to the North Korea issue," a comment that could signal renewed US focus on Pyongyang's nuclear capabilities. Lee also told Trump that sanctions against North Korea were "ineffective", pointing to deepening military cooperation between Pyongyang and Moscow. "Even a small amount of assistance from Russia is of great help to North Korea," Lee said. The two Koreas remain technically at war because their 1950-53 conflict ended in an armistice, not a peace treaty, and are separated by a Demilitarized Zone through which the border runs. North Korea announced its first nuclear test in 2006 and is believed to have dozens of nuclear weapons.
(BBC News Web Page: 19/06/26, FARUK)

AFGHANISTAN STRIKES TARGETS IN PAKISTAN, RAISING CROSS-BORDER TENSION

Afghanistan has launched air strikes on what it called hideouts used by armed groups and "hostile intelligence circles" inside Pakistan, Kabul has announced. The strikes, reported on Friday by Afghanistan's defence ministry, were launched the previous day. The incident is the latest threat to the fragile ceasefire between the neighbours. Hostilities have broken out several times over recent months, killing hundreds of people, and mediators led by China have so far failed to secure an agreement for a settled peace. The hideouts, located in Pakistan's Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa provinces, both of which share a border with Afghanistan, were targeted by the "air force" on Thursday night, Afghanistan's defence ministry said in a social media post. (BBC News Web Page: 19/06/26, FARUK)

OIL PRICES RISE AS LEBANON FIGHTING ERUPTS AND HORMUZ TRAFFIC STILL SLOW

Oil prices have begun rising again as an agreement between the United States and Iran hangs in the balance. Brent crude, the International benchmark, rose 0.65% on Friday, after falling as much as 0.9% earlier in the day, as traders continued to weigh the practical effect of the US-Iran memorandum of understanding on ending their war and reopening the Strait of Hormuz. Brent futures for August delivery stood at $80.37 as of 6:30 GMT, taking the benchmark above the $80 threshold for the first time since Wednesday, after an earlier slide spurred by an uptick in commercial vessels transporting energy supplies through the strait. It comes after Israel launched a series of attacks on Lebanon, killing 16 people and threatening the ceasefire agreement between the US and Iran.
(BBC News Web Page: 19/06/26, FARUK)

:: THE END ::